বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

চেয়ারম্যান
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' যাত্রা আরম্ভ করে। ১৯৯২ সালে একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ট্যারিফ কমিশন'কে বিলুপ্ত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে (Statutory public authority) 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা, এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিবেচনাপূর্বক ২৮ জানুয়ারি ২০২০ কমিশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেও অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশন নানাবিধ কার্য সম্পাদন করেছে। বিগত অর্থ বছরের সম্পাদিত কর্মকান্ড ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে প্রকাশ করা হলো।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড) গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্ত পরিচালনা এবং বহির্বিশ্বে এসকল শুল্কের সম্মুখীন হলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের পক্ষে কমিশন কাজ করে থাকে। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেডসহ নানা বিষয়ে কমিশন হতে মতামত প্রস্তুত করা হয়। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে কমিশন বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনা পূর্বক সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আসছে।

নতুন সংশোধিত আইনে বর্তমানে সম্পাদিত কার্যাবলির সাথে সঙ্গতি রেখে কমিশনের কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট এবং সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, সংশোধিত আইন অনুযায়ী কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কমিশনের জনবল বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-
২৯.০৯.২০২০
(মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

সূচিপত্র

কমিশনের পরিচিতি ০১

১.	ভূমিকা.....	০১
১.১	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা.....	০১
১.২	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন.....	০২
১.৩	কমিশনের কার্যাবলি.....	০২-০৩
১.৪	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো.....	০৩-০৪
১.৫	প্রশাসন.....	০৫
১.৬	ব্যয় বরাদ্দ.....	০৫
১.৭	সরকারি কোষাগারে জমা.....	০৫-০৬
১.৮	ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি.....	০৬-০৭
১.৯	গ্রন্থাগার.....	০৭
১.১০	প্রকাশনা.....	০৭
১.১১	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন.....	০৮

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ০৯

২.	ভূমিকা.....	০৯
২.১.	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ.....	০৯
২.১.১	ঢাকা জেলায় এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার.....	০৯-১০
২.১.২	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ.....	১০
২.১.৩	বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ) ভুক্ত পাটপণ্য রপ্তানীকারকদের রপ্তানীকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান.....	১০
২.১.৪	বাংলাদেশ হতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানীকৃত গ্লোবস (এইচ.এস.কোড ৬১১৬.১০.০০)-এর ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ফরেন ট্রেড কমিশন কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ.....	১০-১১
২.১.৫	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে রিভিউ (Review)…..	১১
২.১.৬	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Expert Group on Trade Remedy Measures গঠন বিষয়ে MoU সম্পাদন.....	১১
২.১.৭	বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন আহবান.....	১১

২.১.৮	অন্যান্য কার্যাবলী.....	১২
২.২	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	১২
বাণিজ্য নীতি বিভাগ		১৩
৩.	ভূমিকা.....	১৩
৩.১	বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যাবলী.....	১৩
৩.১.১	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন আমদানিতে শুল্ক হ্রাস বিষয়ে মতামত.....	১৩-১৪
৩.১.২	রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অবস্থিত সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র (Level Playing Field) বজায় রাখার বিষয়ে মতামত.....	১৪-১৬
৩.১.৩	মাছের আঁশ (ফিশ স্কেল) রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান.....	১৬-১৮
৩.১.৪	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত (Biaxially Oriented Polypropylene) BOPP ফিল্মস রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত.....	১৯-২০
৩.১.৫	সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান বিষয়ে মতামত	২১-২২
৩.১.৬	M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি ছাড়করণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান.....	২২-২৩
৩.১.৭	আমদানিকৃত Organic Photo Conductor (OPC) এর সঠিক ব্যবহার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান.....	২৪
৩.১.৮	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুলকে সুরক্ষা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান.....	২৫-২৬
৩.১.৯	পারিবারিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আমদানিকৃত ১ (এক) ইউনিট গাড়ি টয়োটা প্রিমিউ ছাড়করণের জন্য ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান.....	২৭-২৮
৩.১.১০	করোনা ভাইরাসের সুরক্ষা সামগ্রি ফেসশিল্ডের কাঁচামাল পেটফিল্ম আমদানিতে শুলখার হ্রাস করা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান.....	২৮-৩০
৩.১.১১	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় নিত্য ব্যবহার্য পরিস্কারক সামগ্রী প্রস্তুতের কাঁচামাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত ঔষধ ও সুরক্ষা সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক ও কর রেয়াতি সুবিধা প্রদান.....	৩০-৩১
৩.১.১২	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত Power Purchase Agreement (PPA) ও Implementation Agreement (IA) বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান.....	৩১-৩২
৩.২	মনিটরিং সেলের কার্যাবলী.....	৩২
৩.২.১	চাল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান বিষয়ে মতামত.....	৩২-৩৪
৩.২.২	ভোজ্যতেলের আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট নির্ধারণ করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান....	৩৪-৩৫

৩.২.৩	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আদা ও রসুনের স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ.....	৩৫-৩৮
৩.২.৪	পেঁয়াজের উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় (আপদকালীন) বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান.....	৩৮-৪৩
৩.২.৫	আসন্ন কোরবানি ঈদ ২০২০ উপলক্ষে বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য বাজার মূল্য সম্পর্কে মতামত প্রদান.....	৪৩
৩.৩	সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান.....	৪৪
৩.৩.১	২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান.....	৪৪
৩.৩.১.১	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, বিপনণ ও স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি বিষয়ে সমীক্ষা.....	৪৪
৩.২	বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৪৪
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ		৪৫
৪.	ভূমিকা.....	৪৫
৪.১	২০১৯-২০ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৪৫
৪.১.১	বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই.....	৪৫
৪.১.১.১	বাংলাদেশ-কানাডা দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৬
৪.১.১.২	বাংলাদেশ ও লেবানন-এর মধ্যে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৬
৪.১.১.৩	বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৭
৪.১.১.৪	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৭
৪৫.১.১.	বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৭-৪৮
৪৬.১.১.	বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির যৌথ সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৮
৪৭.১.১.	বাংলাদেশ- যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন.....	৪৮
৪২.১.	বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন.....	৪৮
৪.১.২.১	১৬টি পণ্যে শুল্ক ও করমুক্ত সুবিধার জন্য ভুটান এর অনুরোধের বিষয়ে মতামত প্রদান.....	৪৯
৪.১.২.২	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) এর রুলস অব অরিজিন এর খসড়া প্রণয়ন.....	৪৯

৪.১.২.৩	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর আওতায় ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত শুল্কহ্রাস বিষয়ক মোডালিটিস (Modalities on Tariff Reduction /Elimination) এর ওওপর মতামত/বিকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন.....	৪৯-৫০
৪.১.২.৪	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার নিকট বাংলাদেশের প্রাথমিক অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ.....	৫০
৪.১.২.৫	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৫০
৪.১.২.৬	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত প্রাথমিক অনুরোধ তালিকার ওওপর মতামত প্রদান.....	৫০-৫১
৪.১.২.৭	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রেরিত চূড়ান্ত অনুরোধ তালিকার ওপর বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রণয়ন.....	৫১
৪.১.২.৮	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত অনুরোধ তালিকা বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পর্যবেক্ষণ/প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান.....	৫১
৪.১.৩	বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫১
৪.১.৩.১	এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (APTA)-এর আওতায় রুলস অব অরিজিন সংশ্লিষ্ট সংশোধন প্রস্তাব বিষয়ে মতামত প্রেরণ.....	৫১-৫২
৪.১.৩.২	এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) চুক্তির আওতায় ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস এর সংশোধন প্রস্তাব বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫২
৪.১.৩.৩	সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের মূল্য সংযোজনের হার সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য একটি ভারতীয় টেকনিকাল টিম এর বাংলাদেশের উৎপাদনকারীর ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের অনুরোধের বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫২
৪.১.৩.৪	BIMSTEC Investment Agreement-এর বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫৩
৪.১.৩.৫	বিমসটেক এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন.....	৫৩
৪.১.৪	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রণয়ন.....	৫৩
৪.১.৪.১	ব্রেক্সিট পরবর্তী শুল্ক কাঠামো সংক্রান্ত যুক্তরাজ্য-এর প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রণয়ন.....	৫৩-৫৪
৪.১.৪.২	EU এর নতুন জিএসপি প্রবিধান (GSP Regulation)-এর অনলাইন পাবলিক কনসাল্টেশন সংক্রান্ত প্রশ্নমালা পূরণ.....	৫৪
৪.১.৪.৩	শ্রীলংকা কর্তৃক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর বাজারে জিএসপি প্লাস স্কিম-এর সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রিজিওনাল কিউমুলেশন প্রভিশন (Regional Cumulation Provision)-এর আওতায় বাংলাদেশ হতে কাপড় আমদানি সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন.....	৫৪
৪.১.৪.৪	করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৫৫
৪.১.৪.৫	SAGIA হতে প্রাপ্ত Agreement for the Promotion and Protection of Mutual Investment-শীর্ষক বিনিয়োগ চুক্তির খসড়া বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫৫

৪.১.৫	মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ,ইনপুট প্রস্তুত.....	৫৫
৪.১.৫.১	বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক সভা (ফরেন অফিস কনসাল্টেশন) এ উপস্থাপনের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংকলন.....	৫৫
৪.১.৫.২	বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ফরেন অফিস কনসাল্টেশন-এর জন্য ইনপুট.....	৫৬
৪.১.৫.৩	বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৩তম সভার জন্য ব্রিফ প্রণয়ন.....	৫৬
৪.১.৫.৪	বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড যৌথ বাণিজ্য কমিশন-এর ৫ম সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৫৬
৪.১.৫.৫	পঞ্চম টিকফা (TICFA)-এর অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য অগ্রগতি সভা (Follow Up Meeting) এর জন্য তথ্য প্রণয়ন.....	৫৭
৪.১.৫.৬	বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম যৌথ বাণিজ্য কমিটির দ্বিতীয় সভার জন্য মতামত প্রণয়ন.....	৫৭
৪.১.৫.৭	বাংলাদেশ-কম্বোডিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম জয়েন্ট কমিশন সভার জন্য তথ্য প্রণয়ন...	৫৭
৪.১.৫.৮	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর উজবেকিস্তান সফর উপলক্ষ্যে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত ইনপুট প্রণয়ন.....	৫৭
৪.১.৬	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্ট্রিগেটেড ডেটাবেইজ হালানাগাদকরণ.....	৫৮
৪.১.৬.১	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি (Integrated Data Base) হালনাগাদকরণ.....	৫৮
৪.১.৭	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন...	৫৮
৪.১.৭.১	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট এইচ. এস. ২০১২ ভার্সনে রুপান্তরের জন্য মতামত প্রেরণ.....	৫৮
৪.১.৮	বাংলাদেশের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়.....	৫৮
৪.১.৮.১	বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা (ডব্লিউআইপিও)-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত ইনপুট/মতামত প্রণয়ন.....	৫৮-৫৯
৪.১.৮.২	Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT & T) এবং Coastal Shipping Agreement এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে অপরিশোধিত চিনি (Raw Sugar) আমদানির বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫৯
৪.১.৮.৩	আখাউড়া স্থল বন্দর দিয়ে আমাদানি-রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন-এর চাহিদা মোতাবেক পণ্য আমদানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে কমিশনের মতামত প্রণয়ন.....	৫৯-৬০
৪.১.৮.৪	Trade Monitoring Report প্রকাশের নিমিত্ত তথ্য প্রেরণ.....	৬০
৪.১.৮.৫	"জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮" বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রণয়ন.....	৬০-৬১
৪.১.৮.৬	"National Digital Commerce Policy of Bangladesh: Issues and Considerations" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৬১
৪.১.৮.৭	Host Country Agreement with the Permanent Court of Arbitration সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন.....	৬১
৪.১.৮.৮	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত কার্যাদি	৬২
৪.২	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৬২
৫.	কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা.....	৬৩
৫.১	সমস্যাবলী.....	৬৩-৬৪

৫.২ সুপারিশমালা..... ৬৪-৬৮
পরিশিষ্ট..... ৬৯
পরিশিষ্ট-১: বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকা ৬৯-৭০
পরিশিষ্ট-২: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো..... ৭১
পরিশিষ্ট-৩: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০..... ৭২-৭৪
পরিশিষ্ট-৪: ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য..... ৭৫-৭৯
পরিশিষ্ট-৫: কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ..... ৮০
পরিশিষ্ট-৬: কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ..... ৮১
পরিশিষ্ট-৭: কমিশনের কর্মকতা ও কর্মচারিগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ..... ৮২-৮৪
পরিশিষ্ট-৮: কমিশনের কর্মকতা ও কর্মচারিগণ যে সকল সভা/সেমিনার/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ..... ৮৫-৮৬
ফটোগ্যালারি..... ৮৭-৯৩
২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন..... ৯৪-৯৫

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে কমিশনের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' যার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এন্টি -ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপে কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন অর্থনৈতিক নির্দেশক-ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এবং বাস্তবায়নে কমিশন সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও কমিশন স্যানিটারি, ফাইটো স্যানিটারি, টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার টু ট্রেড, ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিওটিও) শর্তাবলী ও চুক্তি এবং দেশের প্রচলিত আইনকে বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনের জন্য কমিশন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রয়োজনে গণশুনাণির আয়োজন করে থাকে। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং এতৎবিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে নতুন (সংশোধনী) আইন পাসের ফলে কমিশনের কর্মপরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সে অনুযায়ী কমিশন ভবিষ্যতে অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা , অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ , আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম /চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন , ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন)" অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনা ও সময়ের নীরিখে কমিশনের কার্যপরিধি বৃদ্ধি করে ১৯৯২ সালের আইন সংশোধন করে কমিশনের নাম "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন" করা হয়।

১.২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন

কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। এই কমিশনই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ব ণ্টন করেন। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৩ জন চেয়ারম্যান কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব আছেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হল।

১.৩ কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৭ ধারা মোতাবেক দেশিয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি , প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে:

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ;
(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;
(গ) এন্টি ডাম্পিং , কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ;
(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড , জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;
(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;
(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act. No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;
(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশিয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;
(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;
(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং
(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং , কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশিয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান ;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;
(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ , ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;
(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাষিজ্য চুক্তি সমপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;
(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প , ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়জনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;
(জ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
(ঝ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প , ভোক্তা ও জসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে। উল্লেখ্য, কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করবে।

১.৪ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান , সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩ ৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে (সারণি-০১) । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী সারণি-০২ এবং সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হল।

সারণি-০১: অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্মসচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপপ্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ারটেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

সারণি-০২: কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৯	১০
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৩	১০
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	৩১	০২
মোট	১১৫	৯৩	২২

কমিশনের চাকুরী বিধিমালা , ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

১.৫ প্রশাসন

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন , কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

১.৬ ব্যয় বরাদ্দ

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১০০২৮০০-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান ও ৩৬৩২ মূলধন অনুদান এর অন্তর্ভূক্ত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ১১,৬৩,৫০ ,০০০.০০ (এগার কোটি তেষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ৬৯,৫০,০০০.০০ (উনসত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ১২,৩৩,০০,০০০.০০ (বার কোটি তেত্রিশ লক্ষ) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

১.৭ সরকারি কোষাগারে জমা

এ বরাদ্দের বিপরীতে বর্ণিত অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৯,৫৮,৬৪,৫৪৯.১৫ (নয় কোটি আটান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ টাকা পনের পয়সা) মাত্র। ০৪ জন কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূণ্য থাকায়, ০১ জন গবেষণা কর্মকর্তা ও ০২ জন সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কমিশনের চাকরি ত্যাগ করার কারণে শুণ্য থাকায় এবং ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির ০১-০৯-২০১৫ তারিখে গৃহীত বিশেষ বর্ধিত বেতন বাতিল হওয়ায় বেতন খাতে ০১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা এবং দুইজন কর্মচারির বরাবরে নতুন সরকারি বাসা বরাদ্দ হওয়ায়, গাড়ী চালকদের অতিরিক্ত কাজের ভাতা হ্রাস পাওয়ায়, ভ্রমণ ভাতা খাতের ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তার অধীনে ভ্রমণ ব্যয় খাতে স্থানান্তরিত হওয়াসহ বিদেশ ভ্রমণ কম হওয়ায় ভাতাদি খাতে ৭২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এছাড়া, COVID-19 এর প্রভাবে ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব না হওয়ায়, টেলিফোন ব্যবহারের মাসিক বিল হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রকাশনা, রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত না পাওয়ায় পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা খাতে ৮৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা অব্যয়িত থাকায় বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ২,৭৪,৩৫,৪৫০.৮৫ (দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা পঁচাশি পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণিঃ ০৩-এ দেখানো হলো।

সারণি-০৩: কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০১৯-২০২০	২০১৯-২০২০ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)	২০১৯-২০২০ সালের অব্যয়িত (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান	১১,৪৬,৫০,০০০	১১,৬৩,৫০,০০০	৮,৮৯,২৫,৬৫০.১৫	২,৭৪,২৪,৩৪৯.৮৫
৩৬৩২-মূলধন অনুদান	৫৬,৫০,০০০	৬৯,৫০,০০০	৬৯,৩৮,৮৯৯.০০	১১,১০১.০০
সর্বমোট =	১২,০৩,০০,০০০.০০	১২,৩৩,০০,০০০.০০	৯,৫৮,৬৪,৫৪৯.১৫	২,৭৪,৩৫,৪৫০.৮৫

১.৮ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন । তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ৩৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ৯০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বন্টন।

৩। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৪। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপ ণন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৫। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেল ড সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনের গবেষণা কর্ম , প্রতিবেদন ও সকল প্রকার রিপোর্ট এর কাভার পেইজ ডিজাইন ও মুদ্রণ করা হয়েছে।

৮। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে।

১০। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি সংক্রান্ত সফটওয়্যার যেমন: ই-নথি , এপিএএমএস, ই-জিপি, জিআরএস ব্যবহার করে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

১১। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণা কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ক্লাসিফাইড সফটওয়্যার যথাঃ ১। GTAP Data Base ২। GEU Executable – Image GEM PACK: Unlimited ৩। Trade Sift ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

১.৯ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন , বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন , Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট ।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি এস.আর.ও , ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট ।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৮। বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমন- Development Dialogue, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly).

৯। কমিশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি সংক্রান্ত বিধানাবলী র ওপর পুস্তকাদি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট হতে ক্রয় করা হয় যা কমিশনের গ্রন্থাগারে সংগ্রহে রয়েছে।

১.১০ প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত ।এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের সম্ভাবনাময় স্থানীয় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে ।এসব প্রতিবেদন প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে বাংলাদে শ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস) , তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১ ৯-২০২০ অর্থবছরে বিজি প্রেস , তেজগাঁও, ঢাকা হতে কমিশনের বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

১.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে কার্যকর হয়। এ আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে এ আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা , ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে । আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-০৪: তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৫: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৬: আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, মোবাইল, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৯৩৪০২০৯ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: chairrman@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

২. ভূমিকা

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অত্যধিক পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশীয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া , কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়। কোন পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার কারণে আমদানিকারকগণ যদি একই ধরনের পণ্য অন্য এইচ.এস কোডের আওতায় আমদানি করে, তাহলে এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত করার মাধ্যমে একই ধরনের পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক শুল্কসমূহ আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপ র্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড এবং এন্টি-সারকামভেনশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে।

২.১. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ

২.১.১ ঢাকা জেলায় এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং , কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক ২ (দুই)টি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। উক্ত সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারের প্রথমটি গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মেট্রোপলিট্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি , ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশ ন ও মেট্রোপলিট্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে মেট্রোপলিট্যান চেম্বারের সম্মেলন কক্ষে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং , কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও মেট্রোপলিট্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনারটি কর্মপঞ্জি অনুযায়ী মার্চ ২০২০ এর শেষ দিকে অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত থাকলেও কোভিড-১৯ এর কারণে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

২.১.২ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষকবিশেষায়িত প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মশালা নির্ধারিত ছিল। এরই অংশ হিসাবে ভারত কর্তৃক পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ ও পরবর্তী করণীয় শীর্ষক বিশেষায়িত কর্মশালাটি ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এফবিবিসিসিআই, ডিসিসিআই, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পাটপণ্যের উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও অন্যান্য রপ্তানি বাণিজ্য ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের মধ্য হতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিত কর্মশালায় মূলতঃ ভারত কর্তৃক পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ ও পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২.১.৩ বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ) ভুক্ত পাটপণ্য রপ্তানীকারকদের রপ্তানীকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ) পাটপণ্য রপ্তানীকারকদের রপ্তানীকৃত পণ্যের এফওবি মূল্যের ওপর ৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আবেদনটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহ ণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে কমিশন পূর্বে সুপারিশ প্রেরণ করলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিনটি বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হয়। বিষয় তিনটি হলো: ক) পাটজাত পণ্যখাতে বিদ্যমান রপ্তানি ভর্তুকির অতিরিক্ত ২%হারে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে একই খাতে দুটি entity (উৎপাদক/মিল মালিক এবং বাণিজ্যিক রপ্তানীকারক) এর অনুকুলে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে কিনা এবং প্রণোদনা প্রদানে পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। খ) এ খাতের বাণিজ্যিক রপ্তানিকারকদের রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান করা হলে অন্য খাতের এ ধরনের রপ্তানিকারকগণেরও দাবীদার হওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে কিনা তা স্পষ্টীকরণ। গ) ২% রপ্তানি ভর্তুকি FoB মূল্যের ওপর নাকি বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক কর্তৃক মূল্য সংযোজনের ওপর দেওয়া হবে সে বিষয়ে যৌক্তিকতা প্রদান। উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করে কমিশন হতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২.১.৪ বাংলাদেশ হতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানীকৃত গ্লোবস (এইচ.এস.কোড ৬১১৬.১০.০০)-এর ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ফরেন ট্রেড কমিশন কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ

৫ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে RANDON SA কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ট্রেড কমিশন বাংলাদেশসহ ৫টি দেশ হতে রপ্তানীকৃত গ্লোবস এর ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আর্জেন্টিনা দূতাবাস ডিপ্লোমেটিক নোট মারফত ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতবাসকে অবহিত করে। উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনার দূতাবাস কর্তৃক জানানো হয় যে, এ বিষয়ে রপ্তানিকারকদের প্রশ্নমালা পূরণপূর্বক ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে

প্রেরণ করতে হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী এ সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য রপ্তানিকারকগণ অনুরোধ করতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে, আর্জেন্টিনার আইন অনুযায়ী এ সকল প্রশ্নমালা স্প্যানিশ ভাষায় পূরণ করতে হবে। আর্জেন্টিনায় বাংলাদেশের গ্লোবস রপ্তানির ও পর সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ হতে প্রতিকার পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকগণ প্রশ্নমালা পূরণের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য কমিশন কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়। প্রশ্নমালা পূরণ করে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ট্রেড কমিশনে প্রেরণের জন্য কমিশন হতে বাংলাদেশ তৈরী পোষাক রপ্তানিকারক সমিতি এবং বাংলাদেশ নীটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতিকে পত্র প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে যোগাযোগের জন্যও পত্রে বলা হয়। আর্জেন্টিনার রপ্তানিকারকদের তালিকা হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কোন রপ্তানিকারক সরাসরি ঐ দেশে রপ্তানি করে না বরং বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি হয়। বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন রয়েছে।

২.১.৫ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে রিভিউ(Review)

বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের ওপর ইতোপূর্বে আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্প হতে রিভিউ আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ এর জ ন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পাকিস্তান National Tariff Commission নোটিশ জারি করে এবং বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে তাদের প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। এ বিষয়ে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন হতে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন করে কমিশনের মতামত পাকিস্তানের National Tariff Commission বরাবর প্রেরণ করা হয়।

২.১.৬ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Expert Group on Trade Remedy Measures গঠন বিষয়ে MoU সম্পাদন

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিতব্য “Expert Group on Trade Remedy Measures to Promote Cooperation in Areas of Mutual Interest” বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২.১.৭ বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন আহবান

ভারতের ট্রেড রেমেডিস কর্তৃপক্ষ (ডিজিটিআর) বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত পাটপণ্যের ওপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত শুরুর পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কনসালটেশনের আহবান জানান। কোভিড-১৯ এর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১১ -১৫ মে ২০২০ এর মধ্যে এই কনসালটেশনের আহবান জানানো হয় । বাংলাদেশে সাধারণ ছুটি এবং কোভিড -১৯ এর কারণে কনসালটেশন টি জুন ২০২০ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হতে পারে মর্মে জানিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় । পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে উপর্যুক্ত বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

২.১.৮ অন্যান্য কার্যাবলী

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কয়েকটি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান মার্চ ২০২০ মাসে আবেদন করে। আবেদন গুলো হলো: ক) দেশীয় শিল্প তথা প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের মিলগুলোর ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফেব্রিক্সের ট্যারিফ ভ্যালু পুনঃনির্ধারণ; খ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত গ্যাস স্টোভস প্রস্তুতকারী শিল্প রক্ষার্থে আমদানীযোগ্য পণ্যসমূহ ও তাদের পার্টসের আমদানিতে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ; গ) জাতীয় বাজেট প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্তির জন্য হোম টেক্সটাইল ও টেরিটাওয়েল রপ্তানিখাত সংশ্লিষ্ট আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং মূসক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন; ঘ) এয়ারকন্ডিশনার এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মৌলিক কাঁচামালের আমদানি পর্যায়ে ট্যারিফ ভ্যালু আরোপ ; ঙ) দেশীয় জিপসাম বোর্ড , শীট এবং ফায়ার রেজিস্ট্রেশন ডোর উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য ট্যারিফ ভ্যালু আরোপ । কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারী সাধারণ ছুটি ও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের অভাবে কাজগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তি অর্থবছরে কাজগুলো সম্পন্নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারবৃন্দকে পুনরায় আবেদন করতে বলা হয়।

২.২ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

০১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

০২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বিশেষায়িত কর্মশালা গ্রহণ;

০৩. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৪. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৫. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৬. এন্টি-সারকামভেনশন ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশী য় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৭. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৮. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৯. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আনফেয়ারভাবে রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

৩. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল'বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্যমূল্য মনিটরিং'- এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরনের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ" বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৩.১ বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যাবলী

৩.১.১ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন আমদানিতে শুল্ক হ্রাস বিষয়ে মতামত

এন.আই.সিন্ডিকেট অটো-ইন্ডাষ্ট্রিজ থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি থেকে আরই রাহুল (বিডি) ব্রান্ডের আর-১৭৫ থ্রি-হুইলার অটোরিক্সার টাইপ অনুমোদন গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনকারী হিসেবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশে প্রথম। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামে নিজস্ব কারখানায় চেসিস, হুড, রড, রিয়ার বডি, টপ রেক্সিন ও সিট কভার প্রভৃতি পার্টস তৈরি করে এর

সাথে আমদানিকৃত ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামাদি, টায়ার, ষ্টিয়ারিং, হ্যান্ডেল ও ব্রেকিং সিস্টেম সমন্বয়ে দেশিয়ভাবে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদন করছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সার উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ৪০%। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২০০০ টি । বর্তমানে সম্পূর্ণায়িত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা আমদানিতে ২৫% সিডি ও ২০% এসডিসহ মোট ৯১.৮৮% আমদানি শুল্ক আরোপিত আছে। অন্যদিকে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনে ব্যবহৃত ইঞ্জি নের (এইচএসকোড ৮৪০৭.৩২.২০) আমদানি শুল্ক ও একই রকম থাকায় দেশিয় উৎপাদনকারী সম্পূর্ণায়িত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা আমদানিকারকদের সাথে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা আমদানিকৃত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নিমিত্ত স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এইচ.এস.কোড ৮৪০৭ .৩২২০ এর শুল্ক হ্রাস করা যেতে পারে । থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনে ব্যবহৃত ইঞ্জিন (এইচ.এস.কোড ৮৪০৭.৩২২০) আমদানিতে ভ্যাট নিবন্ধিত থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনকারীদের জন্য সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার এবং আমদানি শুল্ক ২৫% থেকে হ্রাস করে ১৫% করা হলে দেশিয় থ্রি-হুইলারের উৎপাদন খরচ কমবে এবং স্থানীয় এ শিল্পটি বিকশিত হবে ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

৩.১.২ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অবস্থিত সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র (Level playing field) বজায় রাখার বিষয়ে মতামত

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অবস্থিত সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র (Level playing field) বজায় রাখার বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক, রাজস্ব ও শুল্ক সম্পর্কিত আইন বিধি-বিধান পর্যালোচনার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইপিজেডস্থ Type A, Type B এবং Type C কোম্পানিসমূহের রপ্তানির পরিমাণ, Type C এর অনুকূলে প্রদত্ত রপ্তানি ভর্তুকির বিপরীতে সরকারের আর্থিক সংশ্লেষ, ইপিজেডস্থ কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে fiscal এবং non-fiscal সুবিধাদি, অন্যান্য সুবিধাদি এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত ইপিজেডস্থ কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে fiscal এবং non-fiscal সুবিধাদি, অন্যান্য সুবিধাদি এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিদেশী ও স্থানীয় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করণের নিমিত্ত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে The Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (Act No. XXXVI of 1980) জারি করা হয়। এ আইন অনুসারে ১৯ মার্চ ১৯৮১ সালে ECNEC এর সভায় ইপিজেডস্থ শিল্প বিনিয়োগকে ৩ টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথাঃ
Type A: ১০০% বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকসহ)।
Type B: বিদেশী এবং বাংলাদেশে নিবাসী বাংলাদেশী উদ্যোক্তা সমন্বয়ে সৃষ্ট যৌথ উদ্যোগ (Joint venture)।

Type C: বাংলাদেশে নিবাসী বাংলাদেশী উদ্যোক্তার ১০০% মালিকানা।

১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত আর্থিক ও নন-আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে।

Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act, 1980 এর ৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "The Government shall accord fair and equitable treatment to foreign private investment which shall enjoy full protection and security in Bangladesh."

WTO Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) recognizes that certain investment measures can restrict and distort trade. It states that WTO members may not apply any measure that discriminates against foreign products or that leads to quantitative restrictions, both of which violate basic WTO principles.

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত কোম্পানিসমূহের রপ্তানিতে নগদ সহায়তা : রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত Type C কোম্পানিসমূহ সাধারণত রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে। সি ক্যাটেগরি শিল্পের মধ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত (শুল্ক ও ডিউটি ড্র -ব্যাক এর পরিবর্তে, নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্র খাত) সম্প্রসারণ, ইউরো অঞ্চলে রপ্তানির ক্ষেত্রে), সফটওয়্যার, আইটিএস (Information Technology Enabled Service) ও হার্ডওয়্যার এবং প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষি পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে। এ সকল খাতে ইপিজেডস্থ Type A ও Type B বিনিয়োগকারীদেরকে Type C বিনিয়োগকারীদের ন্যায় নগদ সহায়তা প্রদান করা হলে সকল টাইপের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সমতা আসবে বলে প্রতীয়মান।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ

(ক) ইপিজেড অবস্থিত Type A, B ও C কোম্পানিসমূহ অঞ্চলভেদে ০৫ বছর পর্যন্ত কর অবকাশ (Tax holiday) সুবিধা পেয়ে থাকে;

(খ) অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত সকল কোম্পানিসমূহ ১ম ৩ বছর ১০০% ২য় ৩ বছর ৫০% ৩য় ১ বছর ২৫% হারে ১০ বছর পর্যন্ত আয়কর সুবিধা পায়;

(গ) Type A, B ও C কোম্পানিসমূহ শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অফিস ইকুইপমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানি করতে পারে;

(ঘ) Type A ও B কোম্পানিসমূহ মূলধন, লভ্যাংশ এবং সংস্থাপন ব্যয় পূর্ণ প্রত্যাবসন করতে পারে;

(ঙ) ইপিজেডসস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত গাড়ী (কার) পিকাপ, জীপ এবং মাইক্রোবা সের ওপর আরোপীয় সমূদয় পরিমাণ কাস্টমস ডিউটি শর্ত সাপেক্ষে মওকুফ;

(চ) Type A ও B এর তুলনায় C কোম্পানিসমূহ কম অফশোর ব্যাংকিং সুবিধা পেয়ে থাকে;

(ছ) ইপজেডস্থ Type C কোম্পানিসমূহ নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্র খাত) সম্প্রসারণ সহায়তায় নগদ প্রণোদনা পেয়ে থাকে;

(জ) Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act, 1980 অনুসারে বিদেশী এবং দেশী বিনিয়োগকারীকে সমান সুবিধা প্রদান , বিদেশী বিনিয়োগকারীকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে;

(ঝ) বাংলাদেশে ইপিজেডে অবস্থিত Type A এবং Type B এবং Type C কোম্পানিসমূহ আর্থিক সুবিধা, নন-আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্র ব্যতিত তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না;

(ঞ) বিদ্যমান অবস্থায় সি টাইপের বিনিয়োগ কারীর ক্ষেত্রে যে হারে প্রণোদনা প্রদান করা হয়, সে হারে এ ও বি টাইপের বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান করা হলে প্রদত্ত প্রণোদনার পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

(ট) সকল টাইপের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে এ ও বি টাইপের বিনিয়োগকারীকে সি টাইপের ন্যায় প্রণোদনা প্রদানে র পরিবর্তে সি টাইপ বিনিয়োগকারীকে প্রদত্ত প্রণোদনা প্রত্যাহার করে অন্য কোন সুবিধা প্রদান করা উত্তম;

(ঠ) বর্তমানে একমাত্র Type C কোম্পানিসমূহকে প্রদত্ত নগদ সহায়তা বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে প্রতীয়মান;

(ড) ইপিজেডস্থ সি ক্যাটাগরি কোম্পানিসমূহের মধ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত, সফটওয়্যার, আইটিএস (Information Technology Enabled Service) ও হার্ডওয়্যার ও ব্যাগ এবং প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষি পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানিতে নগদ সুবিধা পেয়ে থাকে;

মতামত: রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য সুষম প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে নেতিবাচক উপাদান দূর করার লক্ষ্যে ইপিজেডস্থ Type C কোম্পানির ন্যায় Type A, Type B কোম্পানিসমূহের মধ্যে তৈরি পোশাক খাত , সফটয়্যার, আইটিএস (Information Technology Enabled Service) ও হার্ডওয়্যার এবং প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষি পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.১.৩ মাছের আঁশ (ফিশ স্কেল) রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান

মাছের আঁশ (ফিশ স্কেল) রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স ম্যাক্সিমকো এন্টারপ্রাইজ, খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি খুলনা বরাবর আবেদন করে। খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আবেদনটি পর্যালোচনা করে মাছের আঁশ (ফিশ স্কেল) রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করে। আবেদিত পত্রের ওপর মতামত প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক মাছের আঁশ সংগ্রহ পদ্ধতি , প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানি মূল্য, মূল্য সংযোজনের হার এবং রপ্তানিতে সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা পর্যালোচনা করা হয়।

মাছের আঁশসংগ্রহ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

মাছের আঁশ মূলতঃ দেশের বিভিন্ন জেলা , উপজেলা, সিটি কর্পোরেশনের বড় বড় মাছবাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। বড় বাজারগুলোতে এক শ্রেণির লোক মাছ কাঁটার কাজ করে থাকে। মাছ কাঁটার সময় মাছের উচ্ছিষ্ট অংশ হিসেবে মাছের আঁশ ফেলে দেয়া হয়। ফেলে দেয়া এসব আঁশ মাছ কাঁটার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক সংরক্ষণ পূর্বক বিক্রয় করা হয়। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত জেলা এজেন্ট অথবা এক ধরনের ব্যবসায়ীগণ তা সংগ্রহ করে প্রথম ধাপে রোদে শুকিয়ে ধৌত করে সংরক্ষণ করে থাকে। পরবর্তীতে জেলা এজেন্ট/ব্যবসায়ী কর্তৃক রপ্তানিকারকের গুদামে প্রেরণ করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত মাছের আঁশ রপ্তানিকারক কর্তৃক শুষ্ককরণ , চালুনিকরণ, মাছের আঁশ ব্যতিত অন্যান্য বস্তু অপসারণ , অবমুক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, চুন বা

ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ অপসারণ এবং আমদানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেটজাতকরণ করা হয়। সর্বশেষ রপ্তানিকারক কর্তৃক পণ্য রপ্তানি করা হয়।নিম্নে মাছের আঁশ রপ্তানির নিমিত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রবাহ চিত্র প্রদান করা হলোঃ

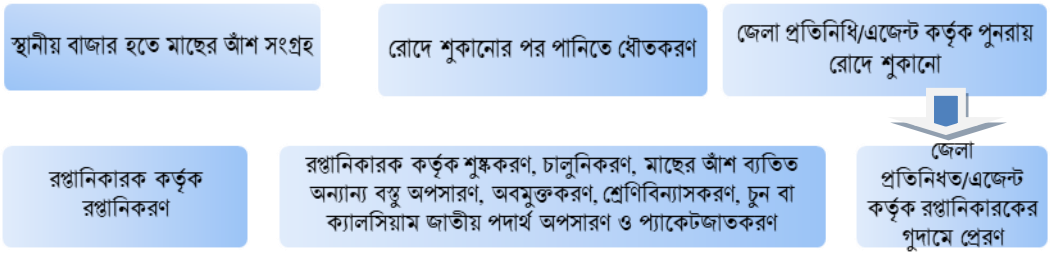

বাংলাদেশে মাছের আঁশ-এর সরবরাহ ও রপ্তানি

বাংলাদেশে মাছের আঁশ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হিসেবে প্রতিদিন ২৫ মে. টন মাছের আঁশ সংগ্রহ করা সম্ভব। বর্তমানে রপ্তানিকারক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিদিন বিভিন্ন বাজার থেকে প্রায় ১০ মে. টন করে মাছের আঁশ সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিদিন ১০ মে. টন করে মাসে প্রায় ৩০০ মে. টন মাছের আঁশ রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়। স্থানীয় বাজারে প্রাপ্ত মাছের আঁশ সম্পূর্ণ অংশ রপ্তানি উপযোগী করা গেলে এর পরিমাণ দাড়াবে প্রতি মাসে প্রায় ৭৫০ মে. টন। স্থানীয়ভাবে মাছের আঁশের কোন ব্যবহার না থাকায় প্রাপ্ত আশেঁর সম্পূর্ণ অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হিসেবে বিগত কয়েক বছরে মাছের আঁশ রপ্তানির পরিমাণ সারণি- ৭ এ প্রদান করা হলো। সারণি- ৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় , ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাছের আঁশের রপ্তানি মূল্য প্রায় ৩.৪৫ লক্ষ মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাছের আঁশ রপ্তানি মূল্য প্রায় ৫.০২ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরেমাছের আঁশ রপ্তানি মূল্য প্রায় ৩০.৯ লক্ষ মার্কিন ডলার।বাংলাদেশ থেকে মাছের আঁশ সাধারনত চীনে রপ্তানি করা হয়।

সারণি-০৭: মাছের আঁশ রপ্তানি মূল্য

HS Code& Description	Export Value (USD)		
	2016-17	2017-18	2018-19
05119100: Products Of Fish, Crus,Mollus,Other Aquati	345,322.36	502,106.07	3,090,254.78

উৎস: বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

রপ্তানিকৃত মাছের আঁশের স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার

বাংলাদেশের মিঠা পানিতে প্রাপ্ত মাছের আঁশ উন্নতমানের প্রোটিন হিসেবে ব্যবহৃত ফুড সাপ্লিমেন্ট কোলাজেন প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ থেকে যে অবস্থায় মাছের আঁশ রপ্তানি করা হয় সেখানে মাছের আঁশ সাধারণ পানিতে ধৌতকরণ , রোদে শুকানো , সাইজ অনুযায়ী বিভাজন এবং আমদানিকৃত কেমিক্যাল ব্যবহার পূর্বক পুনরায় ধৌতকরণের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেটজাতকরণ এবং রপ্তানিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপ পর্যালোচনায় দেখা যায় স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার প্রায় ৯৩.৫০%।

সারণি-০৮: মাছের আঁশের মূল্য সংযোজনের হার

Particulars	Taka
Fish scale	94
Imported Chemical	10
Factory Over	25
Marketing & distribution Expense	10
Financial Expense	6.5
Total Cost	45.5
Profit before Tax	8
Export Price	154
Value Addition(output value – Import value)/ output value	93.50%

উৎস:মাছের আঁশ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান

মাছের আঁশ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত একধরনের বর্জ্য পণ্য। মাছের আঁশ রপ্তানি শুরুর দিকে স্থানীয় বাজার থেকে প্রতি কেজি ১৫-২০ টাকা দরে সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও বর্তমানে প্রতি কেজি ৪৫-৪৭ টাকা দরে ক্রয় করছে যা ক্রমবর্ধমান। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় বিভাগীয় শহরের বাজার থেকে মাছের আঁশ সংগ্রহ করা হলেও এখন এর ব্যাপ্তি জেলা-উপজেলায় ছড়িয়েছে এবং রপ্তানিকারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহের ফলে পরিবহণ ব্যয় , মজুদকরণ ব্যয় ও কমিশন বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের আঁশ প্রক্রিয়াজাতকালে ৫০% প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি (প্রসেস লস) হয়। বর্তমানে প্রতি কেজি মাছের আঁশ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১.৭ থেকে ১.৯ মার্কিন ডলারে বিক্রয় হয়। স্থানীয় বাজারে মাছের আশেঁর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানিতে মুনাফার হার পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে।

সারণি-০৯: বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাসমূহ

১. আয়কর সুবিধা; ২. উৎসে আয়কর সুবিধা; ৩. বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা; ৪. ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা;	৫. ব্যাকব্যাক এলসি-টু-; ৬. রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ ও সুদ সুবিধা; ৭. রপ্তানি ঋণ গ্যারান্টি স্কিম সুবিধা; ৮. নগদ সহায়তা;

মাছের আঁশ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধা

বাংলাদেশ থেকে মাছের আঁশ রপ্তানিতে কোন প্রকার নগদ সহায়তা/ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয় না। তবে, রপ্তানিকারক হিসেবে কাঁচামাল আমদানিতে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা ও রপ্তানি আয়ের ওপর ট্যাক্স সুবিধা বিদ্যমান। পর্যবেক্ষণ ও মতামত: পর্যবেক্ষণ: (ক)মাছের আঁশ বাংলাদেশে বর্জ্য হিসেবে গণ্য ; (খ) মিঠা পানির মাছের আঁশ প্রোটিনের উৎস কোলাজেন এর কাঁচামাল হিসেবে বহিঃবিশ্বে ব্যবহৃত হয় ; (গ)আংশিক প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছের আঁশের রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় বাজারে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত মাছের আঁশের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ; (ঘ) বাংলাদেশে প্রতি মাসে প্রায় ৭৫০ মে. টন মিঠা পানির মাছের আঁশের সরবরাহ থাকলেও বর্তমানে রপ্তানি হচ্ছে প্রায় ১৬০-১৮০ মে. টন ; (ঙ) মাছের আঁশ রপ্তানিতে বর্তমান প্রণোদনা হিসেবে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান করা হয় না ; (চ) মাছের আঁশ রপ্তানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার প্রায় ৯৪% ; (ছ) রপ্তানির গন্তব্যস্থল হচ্ছে একমাত্র দেশ চীন;

মতামত

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তমাছের আঁশ বর্জ্য হিসেবে গণ্য না করে অর্থকারী পণ্য হিসেবে বিবেচনায় এনে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণেরউদ্দেশ্যেউক্ত পণ্য রপ্তানিতে ১৫% হারে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৩.১.৪ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত (Biaxially oriented polypropylene) BOPP ফিল্মস রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত **(Biaxially oriented polypropylene) BOPP** ফিল্মস রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য মেসার্স আকিজ বায়াক্স ফিল্মস লিঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আকিজ বায়াক্স ফিল্মস লিঃ বাংলাদেশে একমাত্র BOPP ফিল্মস উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান। ২০১৮ সালে র ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে । প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ এর ত্রিশালে আকিজ ইকনোমিক জোনে অবস্থিত । আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে জানা যায় যে, আকিজ বায়াক্স লিঃ BOPP ফিল্মমস উৎপাদনকারী শিল্পে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ক্ষমতা ৪২,০০০ মে. টন। আকিজ বায়াক্স ফিল্ম লিঃ এর কারখানায় ৮(আট) ধরনের BOPP ফিল্মস উৎপাদন করা হয়। এরমধ্যে নন-হিট সিলেবল ট্রান্সপারেন্ট ফিল্মস বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ফিল্মস । প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, BOPP ফিল্মের বর্তমান চাহিদা প্রায় ৩০,০০০ মে.টন। ফুড সেক্টরে চাহিদা ১৫,০০০ মে. টন এবং নন-ফুড সেক্টরে চাহিদা ১৫,০০০ মে. টন। তবে BOPP ফিল্মস এর বহুমুখি ব্যবহার ও মানুষের জীবনযাত্রার মানো ন্নয়নের সাথে সাথে প্রতিবছর এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। BOPP ফিল্মস মূলতঃ পানি ও বায়ু প্রতিরোধক হিসেবে প্যাকেজিং শিল্পে বহুল ব্যবহৃত একটি কাঁচামাল। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত শিল্পখাতসমূহ তাদের কাঁচামাল হিসেবে BOPP ফিল্মস ব্যবহার করে:

(ক) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
(খ) তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী শিল্প;
(গ) প্যাকেজিং শিল্প;
(ঘ) এডহেসিভ টেপ ইন্ডাস্ট্রিজ; ও
(ঙ) গার্মেন্টস শিল্প
এ ছাড়া, সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত র্যাশপিং পলি, বিশেষায়িত পণ্য প্যাকেটজাতকরণে ও পানি প্রতিরোধক কাগজ লেমিনেশনে BOPP ফিল্মস ব্যবহৃত হয়।

BOPP ফিল্মস আমদানিতে সুনির্দিষ্ট এইচ.এস.কোড না থাকায় এইচ.এস.কোড ৩৯২০.২০.৯০ (Other polymers of propylene(excel printed form) এর মাধ্যমে বাংলাদেশে আমদানি হয়ে থাকে। উক্ত এইচ.এস.কোডে কাস্টমস ডিউটি (সিডি)সহ মোট ৪৩% শুল্ক আরোপিত আছে। কমিশনের জানা মতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কাঁচামাল হিসেবে BOPP ফিল্মস আমদানি করে। এ ছাড়া, বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে BOPP ফিল্মস আমদানি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক BOPP ফিল্মস আমদানির ওপর ৪৩% শুল্ক আরোপ করা হয়, অন্যদিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্যটি আমদানির উপরে ৩১% শুল্ক আরোপিত আছে। এছাড়া, বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প বন্ডের মাধ্যমে এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকায় শুল্কমুক্ত BOPP ফিল্ম করা হয়। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত BOPP ফিল্মের প্রধান কাঁচামাল আমদানিতে ৫% সিডিসহ মোট আমদানি শুল্ক প্রায় ৩১%। BOPP ফিল্ম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য যথা: উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদনের পরিমাণ ও রপ্তানির পরিমাণ কমিশন থেকে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮ সালে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। ২০১৯ সালে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২৫.২২% ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। যার মধ্যে ৩০১.১১ মে.টন BOPP ফিল্ম বিদেশে রপ্তানি করে।

আকিজ বায়াক্স লিঃ কর্তৃক প্রদত্ত নন-হিট-সিলেবল ট্রান্সপারেন্ট ফ্লিম প্রতি মে.টনের উৎপাদন ব্যয় কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় এবং এ পণ্যটির স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ৩০% । বর্তমানে BOPP ফিল্ম উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাথমিক কাঁচামালের সম্পূর্ণ অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল উৎপাদনের কয়েকটি ব্যাকওয়ার্ড শিল্প ইতিমধ্যে বাংলাদেশে চালু হয়েছে। যেমন: এডিটিভ ও মাস্টারব্যাচ যা স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা হলে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার আরও বৃদ্ধি পাবে।

কমিশন BOPP ফিল্ম উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও বিনিয়োগ সুরক্ষা বিবেচনা র জন্য কমিশন কার্যকর প্রতিরক্ষণ হার (Effective Rate of Protection) কমিশনের হিসাবে দেখা যায় যে, কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান যে শুল্কহার এবং সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে যে শুল্ক তা ধরে প্রতিষ্ঠানটির IRR দাড়াবে -২.২১%। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু শিল্প হিসেবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার বড় অংশই অব্যবহৃত থাকায় উৎপাদন ব্যয় বেশী হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিল্প কাঁচামাল হিসেবে BOPP ফিল্ম আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহকে বন্ড সুবিধা প্রদান করায় স্থানীয় এ শিল্পটির গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করার পরও স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে না।

স্থানীয় এ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যম হচ্ছে রপ্তানি বৃদ্ধি করে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধি, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, অথবা সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধি । কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কম থাকায় হ্রাস করা জটিল। ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্পসমুহ শুল্ক রেয়াতি সুবিধা পাওয়ায় এবং রপ্তানিমুখি শিল্পসমূহ বন্ড সুবিধা পাওয়ায় সম্পূর্ণায়িত পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি করা হলেও সুরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আন্তর্জাতিক বাজারে এ পণ্যটির ব্যাপক চাহিদা থাকায় রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি কেনিয়া, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া ও জাম্বিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানি করেছে। বিল অব এক্সপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি কেজির সিএন্ডএফ মূল্য ১.৫৫ – ১.৬৩ মার্কিন ডলারে রপ্তানি করা হয়েছে। প্রতি কেজিতে ফ্রেইড .১৫ থেকে .২০ সেন্ট বাদে গড় এফওবি মূল্য প্রায় ১.৩৫ মা. ডলার। প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৫ টাকা ধরে প্রতি কেজির রপ্তানি মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১১৫ টাকা। প্রতি কেজির স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় প্রায় ১৭১ টাকা। রপ্তানিতে ডিউটি ড্র-ব্যাক থাকায় কাঁচামাল আমদানিতে প্রতি কেজিতে শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ প্রদান করা হয় ৩০ টাকা। সে হিসেবে রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় প্রতি কেজিতে ১৪১ টাকা। রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধি করে এ ব্যয় আরও হ্রাস করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ ও রপ্তানিতে লোকসান হ্রাসের লক্ষ্যে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। তবে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এ ধরনের সহায়তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ থেকে BOPP ফিল্ম রপ্তানিতে কোন প্রকার নগদ সহায়তা/ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয় না। তবে, রপ্তানিকারক হিসেবে কাঁচামাল আমদানিতে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা ও রপ্তানি আয়ের ওপর ট্যাক্স সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

মতামত

শিশুশিল্প ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বিবেচনায় এনে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত BOPP ফিল্ম রপ্তানিতে ১০% হারে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করাযেতে পারে।

৩.১.৫ সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান বিষয়ে মতামত

সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান বিষয়ে মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট শিট লিমিটেড তাদের উৎপাদিত সিমেন্ট শিট রপ্তানিতে ২০% নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আনোয়ার সিমেন্ট শিট লিমিটেড কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশে সিমেন্ট শিটের চাহিদা , উৎপাদন, মূল্য সংযোজনের হার ও বিগত কয়েক বছরের রপ্তানি পর্যালোচনা করা হয়।

সিমেন্ট শিটের উৎপাদন ও চাহিদা

সিমেন্ট শিট মূলতঃ সিমেন্ট দিয়ে তৈরি গ্যালভানাইজিং শীট (ঢেউ টিন) এর বিকল্প একটি পণ্য হিসেবে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ২.২৫ লক্ষ মে. টন সিমেন্ট শিটের বাৎসরিক চাহিদা রয়েছে। অন্যদিকে সিমেন্ট শিটের স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫ লক্ষ মে. টন। উৎপাদন ক্ষমতার ৪৫% ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে ০৪টি সিমেন্ট শিট উৎপাদনকারী মিল রয়েছে। এ সকল মিলের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আনোয়ার সিমেন্ট শিট লিমিটেড এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ০৩ লক্ষ মে.টন।

বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট শিটের রপ্তানি

বাংলাদেশ থেকে একমাত্র প্রতিষ্ঠান আনোয়ার সিমেন্ট শিট লিমিটেড ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে তাদের উৎপাদিত সিমেন্ট শিট রপ্তানি শুরু করে। উৎপাদিত এ পণ্য মূলত ভারতেই রপ্তানি করা হয়ে থাকে । ২০১৯ সালের মার্চ থেকে এ পর্যন্ত মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৭৪.৫ মেট্রিক টন। মোট রপ্তানি মূল্য ৪৩,১৭৫ মার্কিন ডলার এবং গড় রপ্তানি মূল্য ১৫০ মার্কিন ডলার।

স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত সিমেন্ট শিটের মূল্য সংযোজন হার

বাংলাদেশে উৎপাদিত সিমেন্ট শিটের উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার পর্যালোচনায় দেখা যায় , প্রতি মে. টন সিমেন্ট শিট উৎপাদনে আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য প্রায় ৬৪৩৩.৮২ টাকা এবং স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ১১৮১১.৭০ টাকা। স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার দাঁড়ায় প্রায় ৬৪%। সিমেন্ট শিট রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধা বাংলাদেশ থেকে এমএস পণ্য রপ্তানিতে কোন প্রকার নগদ সহায়তা/ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয় না। তবে , রপ্তানিকারক হিসেবে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা ও রপ্তানি আয়ের ওপর ট্যাক্স সুবিধা বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে , বাংলাদেশ ব্যাংকের এফই সার্কুলার নং ৩৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর ক্রমিক ৩৫ এ Galvanised Sheet/Coils Coated with Zinc, Coated with Aluminium ও Zinc এবং Color Coated শিট রপ্তানির বিপরীতে ১০% রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান করা হলেও সমজাতীয় পণ্য সিমেন্ট শিট রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান করা হয় না। Galvanised Sheet/Coils (Coated with Zinc, Coated with Aluminium ও Zinc এবং Color Coated শিট অপেক্ষা সিমেন্ট শিট উৎপাদনে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার অনেক বেশি। স্থানীয় মূল্য সংযোজন ও Galvanised Sheet/Coils (Coated with Zinc,Coated with Aluminium ও Zinc এবং Color Coated শিট এর সমজাতীয় পণ্য বিবেচনায় সিমেন্ট শিট রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

কমিশনের সুপারিশ

স্থানীয় মূল্য সংযোজন ও Galvanised Sheet/Coils (Coated with Zinc, Coated with Aluminium ও Zinc এবং Color Coated শিট এর সমজাতীয় পণ্য বিবেচনায় সিমেন্ট শিট রপ্তানিতে সমপরিমাণ নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.১.৬ M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি ছাড়করণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান

M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি ছাড়করণ বিষয়ের M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি ছাড়করণে র নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করা হয়। আবেদনটি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে পর্যালোচনা করা হয়।

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান M/S WAQIAH Bd International মূলতঃ উন্নত জাতের কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে নিবন্ধিত হয় যার আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC) নং-০২১৩৮২০। প্রতিষ্ঠানটি পরীক্ষামূলকভাবে টাঙ্গাইল জেলায় ৩ একর জমির ওপর Sesame (তিল বীজ) সহ অন্যান্য উন্নতজাতের কৃষি পণ্য চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে তিল বীজ চাষ করে সফল হওয়ায় জাপানি প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে চাষের পরিকল্পনায় জাপানি কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানির অংশ হিসেবে কিছু কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাথমিক চালান আমদানি করেছে। উল্লেখ্য যে, আমদানিকৃত এ সকল কৃষি যন্ত্রপাতি একদিকে কৃষি কাজকে যেমন সহজতর করবে অন্যদিকে কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা একজন জাপানি নাগরিক এবং প্রকৌশলী। বাংলাদেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা বিবেচনায় তিনি একটি উন্নত কৃষি খামার প্রতি ষ্ঠার অভিপ্রা য় থেকে টাংগাইলে কৃষি খামারটি শুরু করেন। তিনি উক্ত খামারে বাংলাদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নত তিল বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হলেও জাপানি কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে কৃষকের নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক আরও বেশি উৎপাদন সম্ভব বলে আশাবাদী। সে বিবেচনায় জাপানে যে সকল কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সে সকল যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে আমদানি করে । প্রতিষ্ঠানটি ডেল্টা ব্রিজ বিডি (বাংলাদেশ) লিঃ এর মাধ্যমে যে সকল কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করে এর বিবরণ নিম্নরূপ :

1. Harvesting Combine,
2. Agriculture Transport,
3. Battery,
4. Farm Tractor,
5. Farm Rotary,
6. Small Hand Tiller,
7. Rice Measure Box,
8. Rice Measure,
9. Rice Planter Machine,
10. Hand Nursery,
11. Rice Seedling Box,
12. Engine Grass Cutter,
13. Engine Sprayer,
14. Water Pump.

উপরোক্ত পণ্যসমূহের আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্র কাস্টম হাউসে দাখিল করা হলে তাতে দেখা যায় (Used Chainsaw- 20 pcs HS Code. 8467.81.00, Used Helmet- 30 pcs HS Code. 6506.10.00, Used Rice Measure box SHIZUOKA SDN22-1pcs, HS Code. 8419.31.00, Used Rice Measure box SATAKE GDR28-1 pcs, HS Code. 8419.31.00, Used Rice Measure box SATAKE GDR25- HS Code. 8419.31.00) পণ্যসমূহ রপ্তানিকারক দেশে ব্যবহৃত (Used) হয়েছে মর্মে উল্লেখ থাকায় তা আমদানি নীতি আদেশের লঙ্ঘন বিধায় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস খালাসের অনুমোদন প্রদান না করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পণ্য খালাসের অনুমতি (সিপি) সংগ্রহের বিষয়ে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করে।

আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর ২য় অধ্যায়ে ৪(ঙ) অনুচ্ছেদে "কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধা-নিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং ট্যারিফ কমিশন বিষয়টি পরীক্ষার পর সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে।" এ ধারার আলোকে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান M/S WAQIAH Bd International আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকার 'খ' অংশের ক্রমিক ৪ এ "এই আদেশ ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সেকেন্ডারী বা সাব-স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি বা নিম্নমানের অথবা পুরাতন, ব্যবহৃত, পুনঃসংস্কৃত (রিকন্ডিশন্ড) পণ্য অথবা কারখানায় বাতিলকৃত বা জব লট ও স্টক লটের পণ্য" উল্লেখ থাকায় ব্যবহৃত এ সকল পণ্য আমদানি করায় কাস্টম হাউস খালাসের অনুমতি প্রদান করেনি।

ব্যবহৃত পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত এ সকল পণ্যের মধ্যে হেলমেট কৃষি কাজ করার সময় কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হবে। কৃষি কাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় কৃষকের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চেইন করাত মূলতঃ উৎপাদিত কৃষি পণ্য মাড়াই কাজসহ জমি প্রস্তুতকালিন সময়ে বিভিন্ন প্রকার আগাছা পরিশোধন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সাইজের শস্য পরিমাপক বক্স সাধারণতঃ ফসলের বীজ রোপন ও উৎপাদিত ফসল পরিমাপ করার ক্ষেত্রে সাধারণ কৃষক বা কৃষি কাজে নিয়োজিত দিনমজুরগণ পরিমাপ সংক্রান্ত ধারণা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। আমাদের দেশের কৃষকগণ সঠিক পরিমাপের অভাবে বীজতলায় অনেক সময় অতি/স্বল্পমাত্রায় বীজবপন করায় কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন হতে বঞ্চিত হয়। এ ছাড়া, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন জাপানি নাগরিক হওয়ায় বাংলাদেশে জাপানের ন্যায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই ব্যবহৃত এ সকল পণ্য আমদানি করেছে। আমদানিকৃত এ সকল পণ্যের বিকল্প ব্যবহারের সম্ভাবনা কম। বাংলাদেশে কৃষি খাতের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় আটককৃত কৃষি পণ্য খালাসের অনুমতির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

মতামত

আমদানিকৃত এ সকল কৃষি যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে কৃষিখাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বিবেচনায় M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য যথা:- Used Chainsaw- 20 pcs HS Code. 8467.81.00, Used Helmet- 30 pcs HS Code. 6506.10.00, Used Rice Measure box SHIZUOKA SDN22-1pcs, HS Code. 8419.31.00, Used Rice Measure box SATAKE GDR28-1 pcs, HS Code. 8419.31.00 ও Used Rice Measure box SATAKE GDR25- HS Code. 8419.31.00 খালাসের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

৩.১.৭ আমদানিকৃত Organic Photo Conductor (OPC) এর সঠিক ব্যবহার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান

আমদানিকৃত Organic Photo Conductor (OPC) এর সঠিক ব্যবহার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে নিও-বাংলা লিঃ কর্তৃক কোরিয়া হতে আমদানিকৃত OPC ড্রামের সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত মনিটরিং প্রতিবেদন প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।

নিও-বাংলা লিঃ কম্পিউটার প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ারের টোনারে ব্যবহৃত অর্গানিক ফটো কনডাক্টর (OPC) ড্রাম উৎপাদনকারী শতভাগ রপ্তানিমুখি একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি আদমজী ইপিজেড নারায়নগঞ্জে অবস্থিত। এর উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী এ ধরনের পণ্য সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশ থেকে আরএন্ডডি'র (রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট) কাজে ব্যবহারের জন্য পুরাতন ফটোকপিয়ার ও কম্পিউটার প্রিন্টার আমদানি করে থাকে। আমদানিকৃত এ সকল পণ্যের ন্যায় OPC ড্রাম উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, OPC ড্রামের গুণগতমান বিভিন্ন দেশের চাহিদা, ব্যবহার, আবহাওয়া ও আমদানিকারক দেশের কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী বিভিন্ন ভার্সনে প্রস্তুত করা হয়।

নিও-বাংলা লিঃ ২০১৪ সালে (OPC) ড্রাম উৎপাদনের জন্য রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্টের কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত দক্ষিণ কোরিয়া হতে ১৬৬টি পুরাতন প্রিন্টার এবং ১৩টি পুরাতন ফটোকপিয়ার ইনভয়েস নং- PT-14J02N-6 এর মাধ্যমে আমদানি করে। আমদানিকৃত এ সকল পণ্য আমদানি নীতি আদেশের আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকাভূক্ত হওয়ায় কাস্টম হাউস কর্তৃক আমদানিকৃত এ সকল পণ্য আটক করা হয়। আমদানি নীতি আদেশের ৪(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আমদানিকৃত এ সকল পণ্যের ব্যবহার বিবেচনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পণ্য ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নিম্নবর্ণিত শর্তে পণ্য ছাড়করণের অনুমতি প্রদান করা হয়:

ক) শুল্ক কর ও জরিমানা পরিশোধ করতে হবে;

খ) আমদানিকৃত পণ্যগুলো বিক্রি/অন্য ভাবে ব্যবহার যাতে না হয় বিষয়টি ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক মনিটরিং করতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্ত 'খ' অনুযায়ী নিও-বাংলা লিঃ কর্তৃক পূর্বে আমদানিকৃত ১৬৬টি পুরাতন প্রিন্টার এবং ১৩টি পুরাতন ফটোকপিয়ার মেশিনের ব্যবহার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধিদল কর্তৃক গত ২০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে আমদানিকৃত এ সকল পুরাতন প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্টের কাজে যথাযথ ব্যবহারের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। তবে কয়েকটি প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন ইতিমধ্যে কার্যক্ষমতা হারিয়েছে যা মেরামতের চেষ্টা করা হবে। মেরামত অযোগ্য হলে বেপজার অনুমতিক্রমে পরিত্যক্ত মালামাল হিসেবে বিক্রয় বা অপসারণ করা হবে।

মতামত

নিও-বাংলা লিঃ এর এলসি নং- PT- 14JOIN-6 তারিখ- ২৮-০৯-২০১৪, বেপজা আইপি নং- ০২২২১৬ তারিখ- ২১-১০-২০১৪ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পুরাতন প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার প্রতিষ্ঠানটির রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্টের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.১.৮ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুলকে সুরক্ষা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুলকে সুরক্ষা প্রদান বিষয়ে গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল সুরক্ষা প্রদাণের জন্য আবেদন করেছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ এর জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের পরিমাণ , স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন খরচ, বিদ্যমান শুল্কহার এবং আমদানির পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির আবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় , জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ। জিলেটিন উৎপাদনের জন্য প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে গরু ও মহিষের হাড় এবং হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল গরু ও মহিষের হাড় থেকে উৎপাদিত জিলেটিন। প্রতিষ্ঠানের জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদন ক্ষমতা , উৎপাদনের পরিমাণ ও স্থানীয় চাহিদা নিম্নের সারণি -১০ এ প্রদান করা হল:

সারণি-১০: জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদনের পরিমাণ ও স্থানীয় চাহিদা

Description	Empty Hard Gelatin capsule PC
Annual Local Demand	10,000 Million
Annual Production Capacity	7,200 Million
Annual Sales (Local & Export)	6360 Million
At present Global Capsules Ltd. meet	60% of Local Demand

উৎস :গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ

উপরের সারণি বিশ্লেষনে দেখা যায় , প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদন ক্ষমতা ৭,২০০ মিলিয়ন পিস। অন্যদিকে বাংলাদেশে হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুলের চাহিদা ১০ ,০০০ মিলিয়ন পিস। বর্তমানে বছরে ৬ ,৩৬০ মিলিয়ন পিস হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশে হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমদানি করলেও স্থানীয় চাহিদার প্রায় ৬০% পূরণ করার পর বাকী অংশ বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

জিলেটিন উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল গরু ও মহিষের হাড় স্থানীয় উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত কাঁচামাল প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া ১৫টি ধাপে সম্পন্ন করার পর রূপাতলী বরিশালে অবস্থিত নিজস্ব কারখানায় সর্ম্পূণায়িত পণ্য জিলেটিন প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে সম্পূর্ণায়িত পণ্য জিলেটিনের একটি অংশ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা হয়। অন্য একটি অংশ হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল পৃথক একটি কারখানায় ১৫টি ধাপে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের সীমানা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে রপ্তানি হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২.৩৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২.১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২.৩৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বাংলাদেশে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুলের হালাল সনদ থাকায় মুসলিম বিশ্বে এ পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ এর কারখানায় স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত কাঁচামাল গরু ও মহিষের হাড়কে ১৫টি ধাপে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যেমে সম্পূর্ণায়িত পণ্য জিলেটিন প্রস্তুত করা হয়। জিলেটিন উৎপাদনের ধাপসমূহের প্রসেস ফ্লো-চার্ট নিম্নে প্রদান করা হলো:

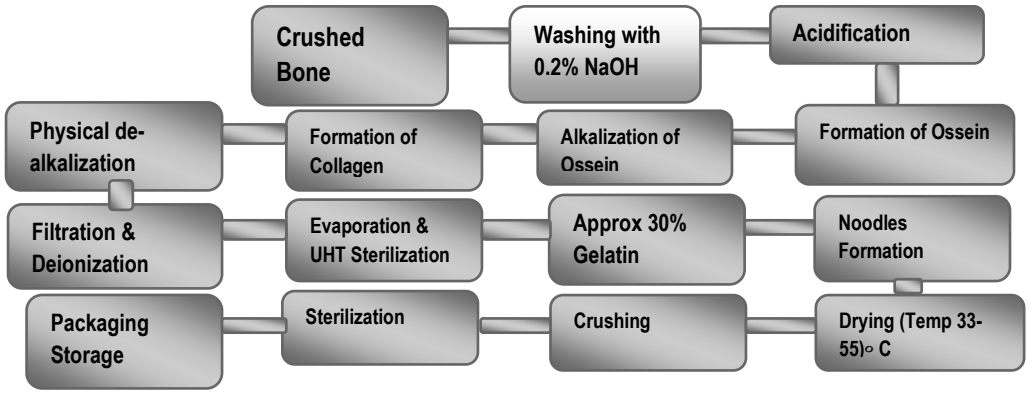

উৎস :গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ

গ্লোবাল ক্যাপসুল লিঃ কর্তৃক লিকুইড ও হার্ডজিলেটিন উৎপাদন করা হয় । এ ছাড়া বিভিন্ন সাইজের (সাইজ- ০০,০ el,০,১,২,৩,৪ ও ৫) হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত এ সকল পণ্যের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রতি ইউনিট (২৭৭৫ কেজি) জিলেটিন ও প্রতি ইউনিট হার্ডজিলেটিন ক্যাপসুল (০ সাইজের ১ লক্ষ পিস) এর উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ট্রিপস চুক্তির সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার করে ২০৩২ সাল এর মধ্যে এপিআইও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন খাতে সর্বোচ্চ সম্ভব উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন এবং SDG এর ৩য় লক্ষ্য (Good Health and Well-Being for people) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত রপ্তানি বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে সরকার “জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি ” প্রণয়ন করেছে। প্রণীত নীতিতে এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সরকার একগুচ্ছ প্রণোদনা/সহায়তার প্রদান করলেও এক্সিপিয়েন্ট (Excipient) শিল্পের আওতাধীন পণ্য যেমন: জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুলের উৎপাদন , রপ্তানি ও রপ্তানি সম্প্রসারণে কোন প্রকার প্রণোদনা/ সহায়তা বিষয়ে উক্ত নীতিমালা সংযোজিত হয়নি এবং এ বিষয়ে সতন্ত্র কোন নীতিমালাও নেই। তাই নীতিমালায় বিষয়টি সংযোজন অথবা সতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান এবং অন্তবর্তিকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারী পূর্বক এ ক্সিপিয়েন্ট (Excipient) পণ্য জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদানের আবশ্যকতা রয়েছে।

মতামত

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল রপ্তানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

৩.১.৯ পারিবারিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আমদানিকৃত ১ (এক) ইউনিট গাড়ি টয়োটা প্রিমিউ ছাড়করণের জন্য ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) প্রদান বিষয়ে মতামত প্রদান

পারিবারিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আমদানিকৃত ১(এক) ইউনিট গাড়ি টয়োটা প্রিমিউ ছাড়করণের জন্য ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) প্রদান, পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য জনৈক মোঃ হোসেন জাকারিয়া মেনন মেসার্স আকাগী অটো এর মাধ্যমে ১(এক) ইউনিট টয়োটা প্রিমিউ গাড়ি আমদানি করেছেন। আমদানিকৃত গাড়িটি ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন বিধায় আমদানি নীতি আদেশের শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায় চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস কর্তৃক গাড়িটি ছাড়করণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি) প্রদানের জন্য বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ পর্যালোচনা করে ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন হতে বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ (২০১৫-২০১৮) পর্যালোচনা করা হয়।

আমদানি নীতি আদেশ (২০১৫-২০১৮) এর নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এর 'ক' অংশে এইচ.এস হেডিং ৮৭.০১ হতে ৮৭.০৪ এর সকল এইচ.এস.কোড ব্যবহারের মাধ্যমে পুরাতন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হলো- জাহাজীকরণ করিবার ক্ষেত্রে কোন যানবাহনই ৫(পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না, আমদানিকৃত পুরাতন গাড়ি তৈরির তারিখ বা বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাড়ির চেসিস তৈরির তারিখের পরবর্তী বৎসরের ১ম দিন হইতে গাড়ি তৈরির তারিখ বা বয়স গণনা শুরু করিতে হইবে।

আবেদনকারী ব্যক্তি মোঃ হোসেন জাকারিয়া মেনন কর্তৃক আমদানিকৃত গাড়িটির এলসি নং - ০০০০২২২৮১৯০ ১০৫৭৭, তারিখ ০৭ -০৩-২০১৯ এবং গাড়িটির ম্যানুফ্যাকচারিং তারিখ ২০১৪ মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তবে , কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কায়িক পরীক্ষায় গাড়ি তৈরির সন ২০১৩ পাওয়া যায় । আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী চেসিসে উল্লিখিত উৎপাদন সালে পরবর্তী বছরের ১ম দিন হতে উৎপাদনের তারিখ গণনা করা হলে গাড়িটি বিল অব এন্ট্রি তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০১৯ বিবেচনায় আমদানিকৃত গাড়িটির বয়স ৫ (পাঁচ) বছর ৪ মাস ১৬ দিন । আমদানি নীতি আদেশের শর্তানুযায়ী গাড়িটি ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন হওয়ায় আমদানির সুযোগ নেই। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় আমদানিকৃত গাড়িটির শুল্কায়নযোগ্য মূল্য প্রায় ৮ .৪১ লক্ষ টাকা এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১০.৭৫ লক্ষ টাকা।

আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানির শর্ত লঙ্ঘন করা হলে আমদানিকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। অথবা আমদানিকারক আমদানির স্ব -পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি)'র জন্য আবেদন করতে পারে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিপি জারি করলে আমদানিকারক সিপি 'র শর্তানুযায়ী পণ্য খালাস করতে সক্ষম হয়। আবেদনকারী ব্যক্তি আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে , তিনি গাড়িটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানি করেছেন , বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সামিলামী ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ , জাপান ও অকসন হাউজের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত গাড়ির বর্ণনায় রপ্তানিকৃত গাড়িটির উৎপাদন তারিখ ২০১৪ উল্লেখ করা হয়। ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত এ গাড়িটি রপ্তানিকালে সরেজমিনে পরীক্ষণের সুযোগ হয়নি, শুধু অনলাইনে প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই করা হয়। অনলাইনে যাচাইকালে গাড়ি উৎপাদনের সাল ২০১৪ প্রদর্শন করে , যা আবেদনকারীর অনিচ্ছাকৃত ও অভিজ্ঞতার অভাবজনিত ভুল মর্মে আবেদনে উল্লেখ করেছেন।

আমদানিকারক জনাব মোঃ হোসেন জাকারিয়া মেনন, ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গাড়িটি ক্রয় করার জন্য জাপানের বহুল ব্যবহৃত ওয়েব সাইট https://jpcenter.ru/r-NZT260-3140546 ব্যবহার করেন। ওয়েব সাইটে আমদানিকৃত গাড়িটির উৎপাদন সাল ২০১৪ দেখানো আছে; যা কমিশন কর্তৃক যাচাই করা হয়। যাচাইকালে উৎপাদন সাল ২০১৪ পাওয়া যায়। তবে, চেসিস উৎপাদনের তারিখ বর্ণিত সাইটে পাওয়া যায়নি। চেসিস উৎপাদনের তারিখ পুরাতন গাড়ি আমদানির অন্যতম বিবেচ্য শর্ত। এ বিষয়ে আমদানিকারক তার অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং অনভিজ্ঞতার কারণে হয়েছে বলে জানান।

পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনায় সরকার ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন গাড়ি আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার পুরাতন গাড়িকে আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছে। আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানির শর্ত লঙ্ঘন হলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস আমদানিকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রয় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিলামে প্রাপ্ত পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহার করে থাকে। যা আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ

ক) বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন গাড়ি আমদানির সুযোগ নেই;

খ) আমদানিকৃত গাড়িটির বয়স চেসিসে উল্লিখিত উৎপাদনের তারিখ বিবেচনায় ৫ (পাঁচ) বছর ৪ মাস ১৬ দিন;

গ) অকশন হাউজের ওয়েব সাইটে উৎপাদনের তারিখ ২০১৪ উল্লেখ রয়েছে (https://jpcenter.ru/r-NZT260-3140546);

কমিশনের মতামত

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক পুরাতন গাড়ি আমদানির সুযোগ নাই। তবে কমিশনের পর্যবেক্ষণের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩.১.১০ করোনা ভাইরাসের সুরক্ষা সামগ্রি ফেসশিল্ডের কাঁচামাল পেটফিল্ম আমদানিতে শুলখার হ্রাস করা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একইসাথে বাংলাদেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব মোকাবিলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার নিমিত্ত সুরক্ষা সামগ্রি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত একটি পণ্য ফেসশিল্ড এইচ.এস কোড ৩৯২৬.২০.৯০। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-১১৮-আইন/২০২০/৭০/কাস্টমস এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ব্যবহৃত কতিপয় পণ্য আমদানিতে আমদানি শুল্ক (সিডি), রেগুলেটরি ডিউটি (আরডি), সম্পূরক শুল্ক (এস.ডি), মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), আগাম কর (এটি) ও অগ্রিম আয়কর (এআইটি) হতে অব্যাহতি প্রদান করেছে। যেখানে প্লাস্টিক ফেসশিল্ডস এইচ.এস.কোড ৩৯২৬.২০.৯০ উল্লেখ রয়েছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মেসার্স স্টেপ মিডিয়া লিঃ দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সাভারের আশুলিয়ায় সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন ৮০,০০০ থেকে ১ লক্ষ ইউনিট ফেসশিল্ড

উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র সাপেক্ষে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, শ্রম নির্ভর শিল্প ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ গুণগতমানের ভিত্তিতে দু'ধরনের ফেসশিল্ড উৎপাদন করে থাকে যথা- পেট ফিল্ম থেকে উৎপাদিত প্লাস্টিক ফেসশিল্ড ও এক্রিলিক পলিমার থেকে উৎপাদিত এক্রিলিক পলিমার ফেসশিল্ড। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার নিমিত্ত বহুল ব্যবহৃত ফেসশিল্ড হচ্ছে প্লাস্টিক ফেসশিল্ড। করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য এক্রিলিক পলিমার ফেসশিল্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফেসশিল্ডের কাঁচামাল আমদানিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী শুল্কহার সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একইসাথে বাংলাদেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব মোকাবিলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার নিমিত্ত সুরক্ষা সামগ্রি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত একটি পণ্য ফেসশিল্ড এইচ.এস কোড ৩৯২৬.২০.৯০। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-১১৮-আইন/২০২০/৭০/কাস্টমস এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ব্যবহৃত কতিপয় পণ্য আমদানিতে আমদানি শুল্ক (সিডি), রেগুলেটরি ডিউটি (আরডি), সম্পূরক শুল্ক (এস.ডি), মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), আগাম কর (এটি) ও অগ্রিম আয়কর (এআইটি) হতে অব্যাহতি প্রদান করেছে। যেখানে প্লাস্টিক ফেসশিল্ডস এইচ.এস.কোড ৩৯২৬.২০.৯০ উল্লেখ রয়েছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মেসার্স স্টেপ মিডিয়া লিঃ দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সাভারের আশুলিয়ায় সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন ৮০,০০০ থেকে ১ লক্ষ ইউনিট ফেসশিল্ড উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র সাপেক্ষে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, শ্রম নির্ভর শিল্প ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ গুণগতমানের ভিত্তিতে দু'ধরনের ফেসশিল্ড উৎপাদন করে থাকে যথা- পেট ফিল্ম থেকে উৎপাদিত প্লাস্টিক ফেসশিল্ড ও এক্রিলিক পলিমার থেকে উৎপাদিত এক্রিলিক পলিমার ফেসশিল্ড। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার নিমিত্ত বহুল ব্যবহৃত ফেসশিল্ড হচ্ছে প্লাস্টিক ফেসশিল্ড। করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য এক্রিলিক পলিমার ফেসশিল্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফেসশিল্ডের কাঁচামাল আমদানিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী শুল্কহার নিম্নের সারণি-১১ এ প্রদান করা হলো। সারণি-১১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ফেসশিল্ডের কাঁচামালের ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপিত আছে।

সারণি-১১: ফেসশিল্ডের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার

HSCODE	Description	CD	SD	VAT	AIT	AT	RD	TTI
3920.62.90	Other poly(ethylene terepthalate) excl printed	15.00	0.00	15.00	5.00	5.00	0.00	43.00
3920.51.00	Plates..., Of Polymethyl Methacrylate, Laminated Not Reinforced, Etc	25.00	0.00	15.00	5.00	5.00	3.00	58.60

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

এসআরও নং-১১৮ অনুযায়ী সম্পূর্ণায়িত ফেসশিল্ড আমদানিতে সকল প্রকার শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে ফেসশিল্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা

বেশি হলেও কাঁচামাল আমদানিতে উচ্চহারে শুল্ক আরোপিত থাকায় স্থানীয় এ প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ও আমদানিকৃত ফেসশিল্ডের সাথে প্রতিযোগি মূল্যে ফেসশিল্ড বাজারজাত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী সহসা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির কোন পূর্বাভাস মিলছে না। তাই এ মহামারি দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকার আশংকা রয়েছে বিধায় সুরক্ষা সামগ্রী স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হলে এর স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণসহ রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। সে বিবেচনায় ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফেসশিল্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যতিত সকল প্রকার শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা।

এমতাবস্থায়, করোনা ভাইরাসের সুরক্ষা সামগ্রি ফেসশিল্ডের কাঁচামাল পেটফিল্ম এইচ.এস কোড ৩৯২০.৬২.৯০, এক্রিলিক পলিমার (মিথাইল মিথাক্রিলিক) এইচ.এস কোড ৩৯২০.৫১.০০ আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যতিত সকল প্রকার শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। ফেসশিল্ডের কাঁচামালের ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপিত আছে।

১৪। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একইসাথে বাংলাদেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব মোকাবেলায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধ ও প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধ বিনামূল্যে সরকারি ও বে-সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করেছে যা সূত্র-১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রাপ্ত হয়েছে। বিনামূল্যে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহকৃত এ সকল ঔষধ, পরিস্কারক, পিপিই, মাস্ক ও জীবানুনাশক সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবসায় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অব্যাহতি প্রদান করা হলে এ ধরনের সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে- যা অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষার্থে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায়, জনস্বার্থে বিনামূল্যে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহকৃত এ সকল ঔষধ, পরিস্কারক, পিপিই, মাস্ক ও জীবানুনাশক সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবসায় পর্যায়ে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অব্যাহতি প্রদান করে জরুরী ভিত্তিতে এস.আর.ও জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩.১.১১ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় নিত্য ব্যবহার্য পরিস্কারক সামগ্রী প্রস্তুতের কাঁচামাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত ঔষধ ও সুরক্ষা সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক ও কর রেয়াতি সুবিধা প্রদান

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে একইসাথে বাংলাদেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জনসাধারণ ও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে প্রতিরোধে অপরিহার্য সামগ্রী জনগণের জন্য সহজলভ্য করা অতি জরুরী।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অপরিহার্য সামগ্রী ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় হ্যান্ডস্যানিটাইজার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, আইভি ফ্লুইড, ডিস-

ইনফেক্টেন্ট, ফ্লো-মিটার ও প্রোটেক্টিভ গিয়ার সকল সামগ্রী হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এমতাবস্থায়, নিম্নলিখিত পণ্যে আমদানিতে আরোপিত CD, SD, RD, VAT, AT জরুরীভাবে মওকুফ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় এসআরও নং-২৫৬-আইন/২০১৯/৪৪/শুল্ক, তারিখ ০৫-০৮-২০১৯ জারী পূর্বক শুল্ক ও কর রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়।

সারণি-১২: নিত্য ব্যবহার্য পরিস্কারক সামগ্রী প্রস্তুতের কাঁচামাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত ঔষধ ও সুরক্ষা সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক ও কর রেয়াতি সুবিধা

বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো									প্রস্তাব
HSCODE	**Description**	**CD**	**SD**	**VAT**	**AIT**	**AT**	**RD**	**TTI**	এসআরও নং ২৫৬-আইন/২০১৯/৪৪/ শুল্ক, তারিখ ০৫-০৮-২০১৯ এর ন্যায়
29051190	Methanol (Methyl Alcohol)	10	0	15	5	5	0	37.00	
73110090	Containers For Compressed Or Liquefied Gas (Ex.Capacity >5000l, Ckd)	1	0	15	5	5	0	26.20	
30049099	Other(excl.anti-malaria, anti-TB, anti-leprosy....and kidney dialysis solution	5	0	15	5	5	0	31.00	
38089491	Disinfectants Cetrimide In bulk, Excl. For Dairy, Poultry and Agricultural, In bulk	10	0	15	5	5	0	37.00	
62113300	Men's or boys' garments of man-made fibres, nes	25	20	15	5	5	3	89.32	
62113900	Men's or boys' garments of other textiles, nes	25	20	15	5	5	3	89.32	
62114200	Women's or girls' garments of cotton, nes	25	20	15	5	5	3	89.32	
62114300	Women's or girls' garments of man-made fibres, nes	25	20	15	5	5	3	89.32	
90261000	Instruments... For Measuring/Checking The Flow Or Level Of Liquids, Nes	1	0	15	5	5	0	26.20	

৩.১.১২ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত Power Purchase Agreement (PPA) ও Implementation Agreement (IA) বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত Power Purchase Agreement (PPA) ও Implementation Agreement (IA) বিষয়ে ভেটিং/মতামত প্রদান বিষয়ে পটুয়াখালী জেলার খলিশা খালীতে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন HFO বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনকল্পে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং সরকারের সাথে প্রকল্পের স্পন্সর কর্তৃক গঠিতব্য কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুতকৃত PPA (Power (Purchase Agreement) এবং IA (Implementation Agreement) এর ভেটিং/মতামত প্রদানে র নিমিত্তে 'Power Purchase Agreement (PPA) এর Section 13: Tariff, Billing and Payment এর কমার্শিয়াল টার্মস ও বিলিং অ্যান্ড পেমেন্ট-এ বর্ণিত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত খসড়া চুক্তির বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং/মতামত সংক্রান্ত নোটাংশের কপি (কপি সংযুক্ত) পর্যালোচনায় দেখা যায়, Implementation Agreement এর "Section 7.1: Import Controls বিধানের আওতায় যে সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানি করা হবে উহা আমদানি নীতি আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, সে কারণে উক্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হলো। " মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্পন্সর কর্তৃক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য

প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের বিষয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক নির্ধারিত হবে। চুক্তি সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত আমদানিতব্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও সরঞ্জামাদির তালিকা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত মেশিনারিজ ও সরঞ্জামাদি আমদানির বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও-১০০-আইন/২০০০/১৮৩২/শুল্ক তারিখ ১৮ এপ্রিল ২০০০ ও এসআরও-৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুল্ক তারিখ ১৯ মার্চ ১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়। এসআরও অনুসরণের ফলে আমদানি নীতি আদেশের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি আমদানির সুযোগ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.২ মনিটরিং সেলের কার্যাবলী

৩.২.১ চাল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান বিষয়ে মতামত

চাল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের তালিকায় চাল অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাল রপ্তানিতে ভর্তুকিপ্রদানের পূর্বে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ জন্য চাল উৎপাদন, ভর্তুকি, আমদানি মূল্য, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে, মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশে চালের উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ, শুল্ক কাঠামো, চালের চাহিদা, আমদানি মূল্য,রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ ও খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাধারণত, বাংলাদেশ থেকে চাল নিয়মিত রপ্তানি হয় না। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে ধান নষ্ট হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে চাল আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার খাদ্য নিরাপত্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কাজ করছে।

চাল উৎপাদন: চাল প্রধানত স্থানীয় উৎপাদন নির্ভর পণ্য। চালের চাহিদার সিংহভাগ স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা হয়। গত তিন বছরে বাংলাদেশে চালের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নের সারণি-১৩ এ দেয়া হলো:

সারণি-১৩: চালের উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	মোট উৎপাদন
২০১৬-১৭	৩৫০.০২	৩৩৮.০৫
২০১৭-১৮	৩৫৫.৫৫	৩৬২.৭৯
২০১৮-১৯	৩৬৪.৫৯	৩৭৩.৬৩

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয়

ওপরের সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে , ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা থেকে উৎপাদন কম হলেও ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা উৎপাদন বেশি হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৭.১৪ লক্ষ মেট্রিক ।

চালের উৎপাদন ও চাহিদা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ২০১৮ -১৯ অর্থবছরে চালের মোট চাহিদা ৩৩৮ .৬৮লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালের মোট উৎপাদন ৩৭৩ .৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে দেশে চালের উদ্বৃত্ত ৩৪ .৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্য কোন কারণে স্থানীয় উৎপাদন ব্যাহত হলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চাল আমদানি করা হয়ে থাকে। আমদানি নিরুৎসাহিত করার

লক্ষ্যে চাল আমদানিতে সরকার ২৫% সিডি , ভ্যাট ০.০% , ২৫%আরডি, এআইটি ৫% ও এটিভিসহ মোট ৬২.৫০% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করেছে।

স্থানীয় বাজারে চালের উৎপাদন ঘাটতি হলে সরকার চালের বাজার স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত বিশেষ এসআরও এর মাধ্যমে শুল্ক হ্রাস করে চাল আমদানিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। যেমন : এস,আর,ও নং-২০৪-আইন/২০১৭/৪৯/কাস্টমস জারী করে সরকার চাল আমদানিতে আমদানি শুল্ক সিডি ১০ % এর অতিরিক্ত পরিমাণ ও রেগুলেটরী ডিউটি অব্যাহতি প্রদান করে। ফলে ২০১৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চালের উৎপাদনে ঘাটতি হলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অধিক পরিমাণ চাল আমদানি করা হয়। নিম্নের সারণি-১৪ এ বিগত তিন অর্থবছরে চাল আমদানির পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি-১৪: চাল আমদানির নিমিত্ত এলসি খোলা ও নিষ্পত্তির পরিমাণ: (মে. টন)

অর্থ বছর	এলসি খোলার পরিমাণ	এলসি নিস্পত্তির পরিমাণ
২০১৫-১৬	৩,৫২,৮৭৫.৮২	৪,৪২,০৩৫.৬৪
২০১৬-১৭	৬,৯০,৭৭১.৭৫	১,৮৮,৩১৩.৫৪
২০১৭-১৮	৪৬,৯৩,৯২৬.৫৫	৪২,১৬,১০৫.৭২
২০১৮-১৯	১,৪৬,৫৫৬.৮৩	২,৫৯,৭৬০.৮৭
২০১৯-২০ (জুলাই থেকে ১৬, নভেম্বর ২০২০)	১,২০৪.১৫	৪,৩০১.৩৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

ওপরের সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে সরকার চাল আমদানিতে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করায় আমদানির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

রপ্তানি নীতি পর্যালোচনা

রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এর পরিশিষ্ট-১ অনুসারে রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকার অনুচ্ছেদ ৯.৩ মোতাবেক চাল (সরকার হতে সরকার পর্যায়ে চাল এবং সুগন্ধি চাল ব্যতিত) রপ্তানি নিষিদ্ধ। রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এর পরিশিষ্ট-২ অনুসারে শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকার অনুচ্ছেদ ১০.৮ মোতাবেক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করা যাবে।

রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এর তৃতীয় অধ্যায়ের রপ্তানির সাধারণ বিধানাবলি এর অনুচ্ছেদ ৩.৩ মোতাবেক “রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ক্ষমতা-উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত কোন নিষিদ্ধ পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করতে পারবে। এ ছাড়া সরকার বিশেষ বিবেচনায় কোন পণ্য রপ্তানি, রপ্তানি-কাম-আমদানি অথবা পুনঃরপ্তানির অনুমতিপত্র (authorization) জারি করতে পারবে”।

চাল আমদানি মূল্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আমদানির তথ্য অনুসারে প্রতি কেজি চালের গড় আমদানি মূল্য (Assesable value) ৩৫ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি কেজি চালের গড় আমদানি মূল্য (Assesable value) ৩৬ টাকা।

খাদ্য নিরাপত্তা

বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন , মজুদ, আমদানি, পুষ্টিমান নির্ধারণসহ খাদ্যপণ্য সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রয়াসে কাজ করছে। সরকারিভাবে খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৌসুমভিত্তিক ধান , চাল ও গম সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। কার্যকর খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ বৃদ্ধি , অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে উত্তরাঞ্চলে ১

লাখ ৮৭ হাজার মে.টনসহ সারাদেশে ৪. ১৪ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে।

পর্যবেক্ষণ

(ক) বিদ্যমান রপ্তানি নীতিতে চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ থাকলে আদেশের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.৩ অনুযায়ী সরকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রপ্তানির অনুমতি প্রদান করতে পারে;
(খ) চালের স্থানীয় উৎপাদন ও চাহিদা পর্যালোচনায় দেখাযায় যে , ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালের মোট চাহিদা ৩৩৮.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং উৎপাদন ৩৭৩.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। সে বিবেচনায় উদ্বৃত্ত ৩৪.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন।
(গ) স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বিবেচনায় এনে স্থানীয় বাজারে চালের মূল্যের নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা দূরীভূতকরণের লক্ষ্যে এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে শর্ত সাপেক্ষে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে রপ্তানিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
(ঘ) চালের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় রপ্তানি মূল্য প্রতিযোগী না হলে প্রতিযোগীকরণ ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে চাল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকির বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে;

মতামত

আন্তর্জাতিক বাজারে চালের রপ্তানিমূল্য প্রতিযোগী করা এবং বাজার সৃষ্টির বিষয় বিবেচনায় চাল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানে সরকার বিবেচনা করতে পারে।

৩.২.২ ভোজ্যতেলের আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট নির্ধারণ করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান

অশোধিত সয়াবিন, পাম ও পাম ওলিন এর আমদানি , উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের ভ্যাট ''কেবলমাত্র আমদানি পর্যায়ে'' প্রতি মে.টনে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স এন্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন করে। উল্লেখ্য যে , বর্তমানে ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আমদানি পর্যায়ে ১৫ ভ্যাট ও ৫% এটি এবং উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫% অথবা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর ৫% হারে ভ্যাট প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স এন্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছে যে , ভোজ্যতেল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। বিদ্যমান ভ্যাট আহরণ পদ্ধতিতে অত্যাবশ্যকীয় এ পণ্যটির মূল্য স্থিতিশীল রাখা কঠিন কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত ভোজ্যতেলের মূল্য প্রতিনিয়ত উঠানামা করে । এ উঠানামার ফলে বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারকে প্রদেয় ভ্যাটের অংশও পরিবর্তন হয়। এ ছাড়া , সরবরাহকারী ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট সমন্বয় করা অত্যন্ত কঠিন কারণ সরবরাহ ও খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ না করায় মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫% ভ্যাট না দিয়ে রেয়াতি হার ৫% হারে ভ্যাট প্রদান করছে যা মূল্য সংযোজন অপেক্ষা অনেক বেশী, ফলে ভোজ্যতেলের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুতাই নয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত অনেক সরবরাহকারী তাদের কাছ থেকে পণ্য নিতে আগ্রহ হারাচ্ছে বলে কমিশনকে জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স এন্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর প্রস্তাব বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। সেই সাথে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা

হলে সরকারের রাজস্বে কোন প্রকার প্রভাব পড়বে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশে সাধারনত ৮ লক্ষ মে.টন অপরিশোধিত সয়াবিন ও ১২ লক্ষ মে.টন পরিশোধিত/অপরিশোধিত পাম তেল আমদানি করা হয়। অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের ৩০% প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয় অন্যদিকে অপরিশোধিত পামতেল/অলিনের ১০% প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয়। আমদানিকৃত এ তেলের বিগত কয়েক বছরে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আন্তর্জাতিক বাজারদরকে ভিত্তি ধরে বিদ্যমান মূল্যসংযোজন কর কাঠামোতে রাজস্বের পরিমাণ এবং আবেদনকারীর প্রস্তাব অনুযায়ী রাজস্বের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয় (সংলাগ-১)। সংলাগ-১ বিশ্লেষণে দেখা যায় , প্রতি মে.টন অপরিশোধিত তেল আমদানিতে আমদানি পর্যায়ে ট্যারিফ ভ্যাট ১৬ ,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বাড়বে। এ ক্ষেত্রে , অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের সর্বোচ্চ মূল্য ৮৫০ মার্কিন ডলার এবং অপরিশোধিত পাম তেলের মূল্য ৮০০ মার্কিন ডলার হলেও সরকারের রাজস্ব কমবে না বলে প্রতীয়মান। তাই ভোজ্যতলের বাজারমূল্য ও সরবরাহ লাইনে স্থিতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে শুধু আমদানি পর্যায়ে প্রতি মে. টনে আমদানি পর্যায়ে ট্যারিফ ভ্যাট ১৬ ,০০০ (ষোল হাজার) টাকা নির্ধারন করতে পারে। উল্লেখ্য যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ভোজ্যতেলের বাজার মূল্যে স্থিতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানিতে তিন স্তরের পরিবর্তে সরকার এসআরও জারীর মাধ্যমে শুধু আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে প্রদানের সুযোগ প্রদান করেছে যা ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মতামত

ভোজ্যতেলের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপিত ভ্যাট অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে শুধু আমদানি পর্যায়ে প্রতি মে.টনে ১৬,০০০ (ষোল হাজার) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩.২.৩ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আদা ও রসুনের স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আদা ও রসুনের স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, বিগত কয়েক বছরের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পর্যালোচনা করে স্থানীয় মূল্যে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন হতে স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনা করা হয়।

আদা ও রসুনের স্থানীয় চাহিদা ও উৎপাদন

বাংলাদেশে আদা ও রসুনের স্থানীয় চাহিদা পর্যালোচনায় দেখা যায়, আদার চাহিদা প্রায় ৩.০০ লক্ষ মে. টন ও রসুনের চাহিদা প্রায় ৬.০০ লক্ষ মে. টন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রসুনের উৎপাদন প্রায় ৬.১৩ লক্ষ মে. টন এবং আদার উৎপাদন প্রায় ১.৯২ লক্ষ মে. টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রসুন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৬.৯২ লক্ষ মে. টন এবং আদা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ২.৩৪ লক্ষ মে. টন। বাংলাদেশে রসুন উৎপাদনের মৌসুম ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ থেকে এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ অপরদিকে আদা উৎপাদনের মৌসুম ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত । স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আদা ও রসুনের সংরক্ষণ কালে আদা'য় প্রায় ১৫% এবং রসুনে প্রায় ১০% হারে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি হয়। সে হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আদা ও রসুনের প্রকৃত উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ১.৭৩ লক্ষ মে. টন ও ৫.২২ লক্ষ মে. টন। রসুনের আমদানি নির্ভরতা প্রায় ১৩% এবং আদার আমদানি নির্ভরতা প্রায় ৪২% যা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

আদা ও রসুনের আমদানি

যেহেতু স্থানীয়ভাবে উৎপাদন দ্বারা আদা ও রসুনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়, তাই আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানির মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হয়। ২০১৮ ও ২০১৯ (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) সালের মাসভিত্তিক আদা ও রসুনের আমদানি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮ সালে আদা আমদানির পরিমাণ ৯১,৯৮২ মে. টন এবং রসুন আমদানির পরিমাণ ৬১,৫৯১ মে. টন এবং ২০১৯ সালে (জানুয়ারি থেকে ১৪ ডিসেম্বর) পর্যন্ত সময়ে আদা আমদানির পরিমাণ ৯৩,১২৫ মে. টন এবং রসুন আমদানির পরিমাণ ৫৭,০৯৩ মে. টন। আমদানির উৎস পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত আদার ৮০% চীন এবং ২০% ভারত থেকে আমদানি হয়। অপরদিকে আমদানিকৃত রসুনের ৯৫% চীন এবং ৫% ভারত থেকে আমদানি হয়।

স্থানীয় বাজারে আদা ও রসুনের সরবরাহের পরিমাণ

স্থানীয় বাজারে আদা ও রসুনের সরবরাহ পর্যালোচনার নিমিত্ত আদা ও রসুনের চাহিদা স্থানীয় উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আদা ও রসুনের সংরক্ষণকালীন সময়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি বিবেচনা করে প্রকৃত উৎপাদন নির্ধারণ এবং আমদানির পরিমাণ বিবেচনা করা হয় (সারণি-স্থানীয় বাজারে আদার উৎপাদন ও আমদানি বিবেচনায় ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে বাজারে সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২.৬৬ লক্ষ মে. টন যা এই সময়ে স্থানীয় চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান। অপরদিকে একই সময়ে স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানি বিবেচনায় রসুনের সরবরাহ ৫.৭৯ লক্ষ মে. টন যা এই সময়ে স্থানীয় চাহিদার অতিরিক্ত বলে প্রতীয়মান।

আদা ও রসুনের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর

২০১৮ সাল থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে প্রতি মাসভিত্তিক আদা ও রসুনের স্থানীয় বাজারদর নিম্নে রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হলো:

রেখা চিত্র-১ আদা ও রসুনের স্থানীয় বাজারদর

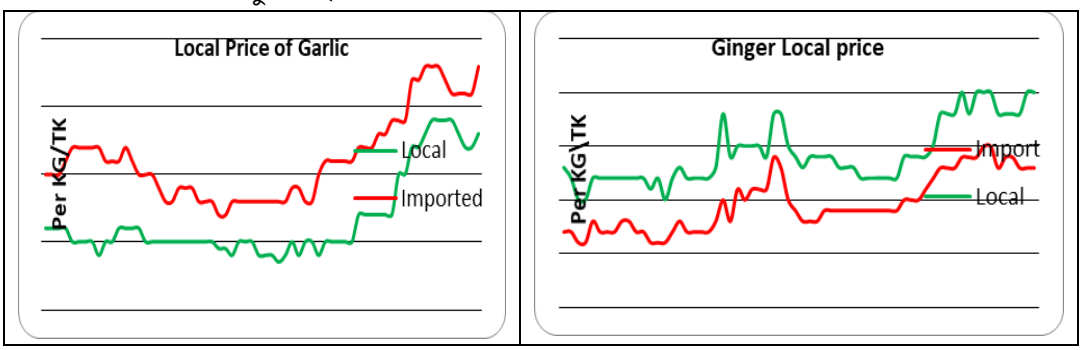

উৎস: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

উপরের রেখাচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রসুন ৪০-৪৫ টাকা কেজি এবং আমদানিকৃত প্রতি কেজি রসুন ৭০-৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রসুনের বাজারদর ১২০-১৩০ টাকা এবং আমদানিকৃত প্রতি কেজি রসুন ১৬০-১৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আদা ১৫০-১৮০ টাকা কেজি এবং আমদানিকৃত প্রতি কেজি আদা ১১০-১৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আদার বাজারদর ১৮০-২০০ টাকা এবং আমদানিকৃত প্রতি কেজি আদা ১৩০-১৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এ সময়ে রসুনের মূল্য প্রায় ১০০% বৃদ্ধি পেলেও

আদার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫০% । গত বছরের তুলনায় এ বছরে আদা ও রসুনের স্থানীয় মূল্য বৃদ্ধিতে এ দু'টি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের প্রভাব পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাই ২০১৮ সালে জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে আদা ও রসুনের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের প্রবণতা নিম্নের রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হলো:

রেখা চিত্র-১ আদা ও রসুনের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের প্রবণতা

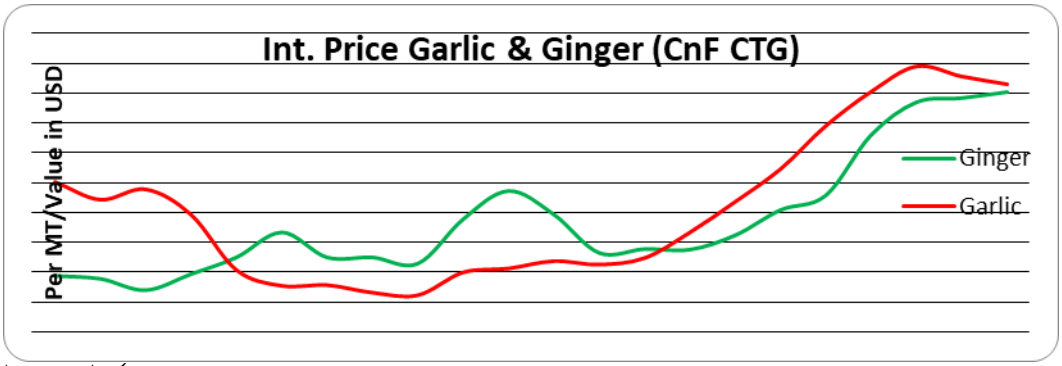

উৎসঃ রয়টার্স

উপরের রেখাচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে (চীন) প্রতি মে. টন আদার মূল্য ৬৭৮ মার্কিন ডলার এবং প্রতি মে. টন রসুনের মূল্য ছিল ৪৯৮ মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালের অক্টোবরে আদা ও রসুনের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ ,১০৫ ও ১,১৩০ মার্কিন ডলার। যা গত বছরের তুলনায় আদা'য় ৬২.৯% এবং রসুনে ১২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির এ প্রভাব স্থানীয় বাজারে পড়েছে বলে প্রতীয়মান।

পর্যবেক্ষণ ও মতামত

পর্যবেক্ষণ

- আদা'র স্থানীয় চাহিদা ৩ লক্ষ মে. টন এবং রসুনের স্থানীয় চাহিদা ৬ লক্ষ মে. টন;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংরক্ষণকালীন প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি ব্যতিত আদার উৎপাদন ১.৭৩ লক্ষ মে. টন এবং রসুনের উৎপাদন ৫.২২ লক্ষ মে টন;
- রসুনের আমদানি নির্ভরতা ১৩% এবং আদার আমদানি নির্ভরতা ৪২%;
- আদা ও রসুন আমদানির অন্যতম উৎস চীন। রসুন ৯৫% এবং আদা ৮০% চীন থেকে আমদানি হয়ে থাকে;
- আদা ও রসুন আমদানিতে ৫% সিডি ও ৫% এআইটিসহ ১০% শুল্ক আরোপিত;
- ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত আদা ও রসুনের বিক্রয় মূল্য ছিল যথাক্রমে ৪৫ থেকে ৮০ টাকা এবং ১৩০ থেকে ১৮০ টাকা । ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে আদা ও রসুনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১০ থেকে ১৪০ টাকা এবং ১৩০ থেকে ১৮০ টাকা;
- আসন্ন পবিত্র রমজানের সময় আদা ও রসুনের ভরা মৌসুম থাকার কারণে বাজারে চাহিদা ও সরবরাহে কোন ঘাটতি থাকার কারণ নেই (উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে রসুন উৎপাদনের মৌসুম ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ থেকে এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ অপরদিকে আদা উৎপাদনের মৌসুম ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত);

- আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৮ সালের অক্টোবরে প্রতি মে. টনে আদার মূল্য ছিল ৬৭৮ মার্কিন ডলার এবং রসুনের মূল্য ছিল ৪৯৮ মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালের অক্টোবরে প্রতি মে. টনে আদার মূল্য দাঁড়ায় ১,১০৫ মার্কিন ডলার এবং রসুনের মূল্য দাঁড়ায় ১,১৩০ মার্কিন ডলার;
- আন্তর্জাতিক বাজারে আদা ও রসুনের মূল্য বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬২.৯% এবং ১২৭%;
- আদা ও রসুনের আন্তর্জাতিক বাজার দর যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে স্থানীয় বাজারে তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- আদা ও রসুনের স্থানীয় বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পেলেও স্থানীয় বাজারে সরবরাহ স্থিতিশীল বলে প্রতীয়মান।

মতামত

স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

- আদা ও রসুনের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে;
- আদা ও রসুনের এলসি খোলা ও নিষ্পত্তির প্রবণতা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এলসি খোলা ও নিষ্পত্তির প্রবণতায় নেতিবাচক প্রভাব থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অবহিত করতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

- রসুনের আমদানি নির্ভরতা প্রায় ১৩%। নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ স্বল্প পরিমাণ আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
- আদার আমদানি নির্ভরতা প্রায় ৪২%। নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আমদানি নির্ভরতা কমানোর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে;
- কৃষি মন্ত্রণালয় আগামী বছর আদা ও রসু নের উৎপাদন মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে এ পণ্য দুটি উৎপাদনের সঠিক হিসাব বের করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে পারে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পণ্য দুটির কি পরিমাণ ঘাটতি তা আমদানির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.২.৪ পেঁয়াজে র উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় (আপদকালীন) বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর মাধ্যমে সরকার কয়েকটি পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে। ঘোষিত এ সকল পণ্যের আমদানি, উৎপাদন, বিপণন, পাইকারী ও খুচরা মূল্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করে থাকে । সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে গঠিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। পেঁয়াজ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অন্তর্ভুক্ত একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য।

চাহিদা

দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৪ লক্ষ মে.টন। সাধারণত স্থানীয় ভাবে উৎপাদ ন ও আমদানি র মাধ্যমে পেঁয়াজের চাহিদা পূরণ করা হয়। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানিতে ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য (Minimum Export Price-MEP) প্রতি মে.টন ৮৫০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ

করে। এরই প্রেক্ষিতে, বর্তমানে বাজারে স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত উভয় প্রকার পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিকহারে বৃদ্ধি পায় । ওপরন্তু, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে পরবর্তী নি র্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ভারতের মহারাষ্ট্রের নাসিকে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন হয়ে থাকে। এ ছাড়াও দক্ষিণ ভারত, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট অঞ্চলেও পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। এ বছর ভারতের এ সকল অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যার ফলে উৎপাদিত পেঁয়াজের বৃহদাংশ নষ্ট হয়েছে। ফলে ভারতে স্থানীয় বাজারে অস্বাভাবিক হারে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলতঃ এই বিষয়টিই ভারত হতে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের মূল কারণ।

দেশিয় উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পেঁয়াজের মোট উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ২৩.৭৬ লক্ষ মে: টন। তবে এর মধ্যে ৩০% সংগ্রহকালীন এবং সংরক্ষণকালীন ক্ষতি বাদ দিলে মোট সরবরাহ ও মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬.৬৩ লক্ষ মে.টন।

পেঁয়াজ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার

বাংলাদেশে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটি (সিডি), সম্পূরক শুল্ক (এসডি), মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), অগ্রিম কর (এআইটি), নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক(আরডি) ও অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (এটিভি) এর প্রয়োগ রয়েছে। তবে পেঁয়াজ আমদানিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্কাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বৃহ ৎ পরিসরে পেঁয়াজ আমদানিতে কোন প্রকার শুল্ক আরোপ করা হয় না। তবে ২.৫ কেজি পর্যন্ত প্যাকেট/ক্যানজাত পেঁয়াজ আমদানির ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপিত আছে।

বাংলাদেশে সাধারণতঃ এইচ.এস.কোড ০৭০৩.১০.১৯ এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে পেঁয়াজ আমদানি হয় যার ওপর কোন শুল্কারোপ নেই।

সারণি-১৫: পেঁয়াজ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার

HS CODE	DESCRIPTION	CD	SD	VAT	AIT	RD	ATV	TTI
07031019	Onions (other)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	00.00
07031011	Onions, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg	0.0	0.0	15.0	5.0	0.0	5.0	26.33

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সারণি-১৬: পেঁয়াজ আমদানির তথ্য (মেট্রিক টন)

Month	Import Data	
	LC Opened	LC Settled
July to June (2018-19)	11,31,764	10,91,875
July to 21 September (2019-20)	2,14,419	2,32,369
Total	13,46,183	13,24,244

Source: Bangladesh Bank

দেশে পেঁয়াজের স্থানীয় উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ১৩ (তের) লক্ষাধিক পরিবার পেঁয়াজ চাষের কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের প্রায় সব জেলাতেই পেঁয়াজ চাষ হয় এবং প্রায় ২.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এর চাষাবাদ হয়। পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা সমূহের মধ্যে পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও রংপুর অন্যতম। গত ৫ বছরের পরিসংখ্যা নে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পেঁয়াজ উৎপাদন ক্রমন্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পেঁয়াজের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে দেশীয় উৎপাদন দ্বারা দেশের মোট চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না।এ কারণে প্রতি বছরে বিদেশ হতে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। গত ৫ বছরে স্থানীয় বাজারের সরবরাহ তথ্য থেকে প্র তীয়মান হয় যে, পেঁয়া জের আমদানি নির্ভরতা মোট সরবরাহের ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে উঠা-নামা করে। লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পেঁয়াজের আমদানি কমলেও পরবর্তী অর্থবছ রসমূহে আমদানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ মাসে (জুলাই'১৮-জানুয়ারী'১৯) বাংলাদেশে ইতোমধ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ২৮% আমদানি হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশীয় সরবরাহে আমদানির অংশীদারিত্ব বাড়বে, যদিও বর্তমান অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ টন বেশি। উল্লেখ্য যে, পেঁয়াজের উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় উৎপাদিত পেঁয়াজে ২৫% এবং আমদানিকৃত পেঁয়াজে ১২-১৫% প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি হয়। আমদানিকৃত পেঁয়াজের আমদানি থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানো (লিড টাইম) সময় স্বল্পতার কারণে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি কম হয়। গড়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি ২০% ধরে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট চাহিদা দাঁড়ায় প্রায় ২৪ লক্ষ মে.টন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সারণি-১৭: বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ

অর্থবছর	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)	আমদানির পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)	মোট সরবরাহ (উৎপাদন+ আমদানি) লক্ষ মে.টন	মোট সরবরাহে আমদানির হার
২০১২-২০১৩	১৩.৫৮	৭.৪৮	২১.০৬	৩৫.৫%
২০১৩-২০১৪	১৭.০১	৯.১০	২৬.১১	৩৪.৯%
২০১৪-২০১৫	১৯.৩০	৬.২৬	২৫.৫৬	২৪.৫%
২০১৫-২০১৬	২১.৩০	৭.০১	২৮.৩১	২৪.৮%
২০১৬-২০১৭	২১.৫৩	১০.৪১	৩১.৯৪	৩২.৬%
২০১৭-২০১৮	২১.৬০	৯.৩২	৩০.৯২	৩০.১%
২০১৮-২০১৯	২৩.৭৬ (লক্ষ্যমাত্রা)	৬.৬৫ (জানুয়ারি,১৯)	৩০.৪১	২৮.০%

উৎস: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ব্যাংক

উল্লেখ্য যে, মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত গড়ে পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ ১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১.২০ লক্ষ মেট্রিক টন হলেও Link Period এ (আগস্ট থেকে ১৫ নভেম্বর/১৯) পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ প্রায় ৯০,০০০ থেকে ১,০৫,০০০ মেট্রিক টন হয়ে থাকে। তবে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ কমতে থাকে কারণ, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে বাংলাদেশের বাজারে মুড়িকাটা পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়তে থাকে।

তবে সাধারণত উৎপাদিত পেঁয়াজের ২৫% প্রসেস লস হিসেব করলে মোট দেশী পেঁয়াজের সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন। আমদানিকৃত পেঁয়াজের ১৫% প্রসেস লস হিসেব করলে মোট

আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯ লক্ষ মেট্রিক টন। আমদানি তথ্য ও স্থানীয় উৎপাদন তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মোট চাহিদার বিপরীতে গড়ে বাৎসরিক যোগানের পরিমাণ প্রায় (১৭.৮২+৯)= ২৬.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন। উপর্যুক্ত তথ্য/উপাত্ত বিবেচনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে আপদকালীন অক্টোবর ও নভেম্বর/১৯ পর্যন্ত দেশে চাহিদা মেটানোর মত পেঁয়াজের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে।

সারণি-১৮: বিশ্বের প্রধান পেঁয়াজ রপ্তানিকারক দেশের তালিকা

ক্রমিক নং	দেশের নাম
০১	ভারত
০২	মায়ানমার (বার্মা)
০৩	আফগানিস্তান
০৪	মিশর
০৫	তুরস্ক
০৬	চীন
০৭	মালয়েশিয়া
০৮	পাকিস্তান

বিগত ৩ অর্থবছরে পেঁয়াজের আমদানি উৎস পর্যালোচনা করা হলে আমদানিকৃত পেঁয়াজের উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। নিচের সারণিতে গত তিন অর্থবছরে পেঁয়াজ আমদানির উৎস ও আমদানির হার প্রদান করা হলো:

সারণি-১৯: পেঁয়াজ আমদানির উৎস ও হার

অর্থ বছর	দেশের নাম				
	ভারত	চীন	মিশর	পাকিস্তান	মায়ানমার
২০১৫-১৬	৯৫%	০.৪২%	২%	২%	০.৬১%
২০১৬-১৭	১০০%	০	০	০	০
২০১৭-১৮	৯৯.৫	০.০২%	০.৩৭%	০	০

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ববোর্ড

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশে মোট পেঁয়াজ আমদানির ৯৫% এর অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ ভারত থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে।

সারণি-২০: মানভেদে পেঁয়াজের আন্তর্জাতিক বাজারদর

ক্র: নং	**দেশের নাম**	**মূল্য**		
		কেজি (টাকা) খুচরা বাজার	**কেজি (টাকা) পাইকারি বাজার**	**মে.টন (মা.ড.) পাইকারি বাজার**
০১।	ভারত	৬০-৮০	৫৭-৭৫	৬৭০-৮৮২
০২।	মায়ানমার (বার্মা)	৩৫-৫০	৩০-৪৭	৩৫২ - ৫৫২
০৩।	চীন	৩০-৪৩	২৭-৪২	৩২০-৫০০
০৪।	তুরস্ক	২৯-৪০	২৬-৩৮.২৫	৩০৫-৪৭০

উৎসঃ https://www.reuters.com,https://www.csostat.gov.mm,http://agmarknet.gov.in,https://www.tridge.com, www.commodityonline.com, https://www.alibaba.com, http://agroprice.net

সারণি-২১: পেঁয়াজের স্থানীয় বাজারদর

পণ্যের নাম	মাপের একক	বর্তমান মূল্য	এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য
পিঁয়াজ (দেশী)	প্রতি কেজি	৭০-৮০	৬০-৭০
পিঁয়াজ (আমদানি)	প্রতি কেজি	৬০-৭৫	৫৫-৬৫

উৎসঃ টিসিবি(২৯-০৯-২০১৯)

পর্যবেক্ষণ

ক) ভারত সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি বন্ধ (২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) করায় স্বভাবতই বাংলাদেশের আমদানিকারকগণ বিকল্প বাজার খোঁজার চেষ্টা কর ছে। বিকল্প বাজার হি সেবে মায়ানমার , চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর ও তুরস্ক ইত্যাদি বাজার আমাদের দেশের আমদানিকারকদের পছন্দের তালিকায় চলে আসে। উল্লেখ্য যে , ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করায় রপ্তানিকারক দেশসমূহে পেঁয়া জের মূল্য বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায় । ইতোমধ্যে এ সকল দেশ থেকে পেঁয়া জ আমদানি শুরু হয়েছে। অপরদিকে পেঁয়াজের মূল্য ভোক্তা পর্যায়ে সহনশীল রাখার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবি'র মাধ্যমে সারা দেশে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। এ ছাড়াও সরকার টিসিবি মাধ্যমে, জি-টু-জি এবং জি-টু-বি এর মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

খ) বর্তমানে পেঁয়া জের স্থানীয় বাজার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে পেঁয়াজের আমদানি র ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের হার পুনঃনির্ধারণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সেই সাথে এলসি মার্জিন কমানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। চীন ও পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত পেঁয়াজ যেহেতু চট্রগ্রাম বন্দর হয়ে আসে তাই আমদানিকৃত পেঁয়াজ দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে মায়ানমার থেকে আমদানিকৃত পেঁয়াজ টেকনাফ হয়ে দেশে প্রবেশ করায় টেকনাফ থেকে যেন সহজে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেয়া যায় , সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে কয়েকজন আমদানিকারক একসাথে একটি জাহাজ ভাড়া করে পেঁয়াজ আমদানি করতে পারে এর ফলে আমদানি খরচ ও প্রসেস লস কমবে।

গ) পেঁয়াজ উৎপাদিত এলাকায় প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করলে পেঁয়াজের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে প্রান্তিক কৃষকদের পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশীয় পেঁয়াজ সংগ্রহ মৌসুম জানুয়ারি হতে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে আমদানিকৃত পেঁয়াজের ওপর সিজনাল ট্যারিফ আরোপ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ/মতামত নিম্নরূপ

ক) পেঁয়াজ আমদানির বিকল্প উৎস মায়ানমার , পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, চীন ও তুরস্ক এর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমদানিকারদেরকে সহায়তা করা যেতে পারে;

খ) দেশীয় পেঁয়াজ সংগ্রহ মৌসুম জানুয়ারি হতে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে আমদানিকৃত পেঁয়াজের ওপর সিজনাল ট্যারিফ আরোপ করা যেতে পারে।

গ) টিসিবি'র মাধ্যমে সারা দেশে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

ঘ) সরকার টিসিবির মাধ্যমে, জি-টু-জি এবং জি-টু-বি এর মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

ঙ) পেঁয়াজ আমদানিতে ব্যাংক সুদের হার পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে;

চ) পেঁয়াজ আমদানিতে এলসি মার্জিন পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে;

ছ) পেঁয়াজ আমদানির সময় জাহাজিকরণের ক্ষেত্রে কয়েকজন আমদানিকারক একত্রে পণ্য পরিবহনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

জ) স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজ সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিবহন সংক্রান্ত বাধা অপসারণসহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ;

ঝ) অভ্যন্তরীণ বাজারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা;

ঞ) বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় পেঁয়াজ উৎপাদন হয় যেমন (বৃহত্তর ফরিদপুর, যশোর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি) এলাকায় পেঁয়াজের সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার মনিটরিং জোরদার করা যেতে পারে;

৩.২.৫ আসন্ন কোরবানি ঈদ ২০২০ উপলক্ষে বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য বাজার মূল্য সম্পর্কে মতামত প্রদান

আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার বিকল্প পণ্য হিসেবে সিনথেটিক ফেব্রিক্স ও সিনথেটিক লেদারের পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় চামড়ার বাজারদর বিশ্বব্যাপী হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে Salted wet blue hide এর বাজার মূল্য প্রতি বর্গ ফুট ০.৫০ থেকে ১.৫০ মার্কিন ডলার (প্রতি ডলারের বিনিময় হার ৮৬ টাকা ধরে প্রতি বর্গ ফুটের মূল্য দাঁড়ায় ৪৩-১২৯ টাকা)। বাংলাদেশে কোরবানির সময় প্রাথমিক বাজারে লবণ বিহীন কাঁচা চামড়া বিক্রি করা হয়। পূর্বের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বাজারে চামড়ার নির্ধারিত বাজারমূল্য, বর্তমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যেতে পারে:

সারণি-২২: কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য বাজার মূল্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	একক	২০১৯ সালে ঘোষিত মূল্য	২০২০ সালে মূল্য নির্ধারনের প্রস্তাব
১.	কাঁচা চামড়া (গরু)	প্রতি বর্গ ফুট	৪৫ ৫০-টাকা	৩০ ৪০-টাকা
২.	কাঁচা চামড়া (ছাগল)	প্রতি বর্গ ফুট	১৮ ২০-টাকা	১৫ ২৫-টাকা

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার মোট চাহিদার ৫০% সংগ্রহ করা হয় কোরবানির সময়। বিগত কয়েক বছরের তথ্য /উপাত্তবিশ্লেষণে দেখা যা আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার ব্যবহার ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় স্থানীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের চামড়া ক্রয়ে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। তাই প্রাথমিক বাজারে চামড়া চামড়া বিক্রয় ও সংগ্রহে অনিহার কারণে কাঁচা চামড়ার একটি বড় অংশ প্রক্রিয়াজাত না হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, চামড়া নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার স্বার্থে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বিবেচনায় প্রতি বর্গ ফুট চামড়ার সর্ব নিম্ন রপ্তানি মূল্য নির্ধারণপূর্বক কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণে লবণের ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। চামড়ার মূল্য কম থাকায় চামড়া সংরক্ষণে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণের ব্যবহারে ব্যবসায়ীগণ নিরুৎসাহিত হচ্ছে। অপরদিকে স্থানীয় বাজারে চামড়ায় ব্যবহারযোগ্য লবণের মূল্য প্রতিকেজি ১৫ -১৮ টাকা হওয়ায় চামড়া সংরক্ষণে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কোরবানির সময় বাজারে ন্যায্যমূল্যে লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন থেকে ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে স্মারক নং -২৬.০১.০০০০.০০২.২৯.০০১.২০.৩৫ ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৩ সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান

৩.৩.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরূপ:

৩.৩.১.১ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের চাহিদা , উৎপাদন, আমদানি, বিপনণ ও স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি বিষয়ে সমীক্ষা

সরকার ঘোষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা অনুযায়ী লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। সম্প্রতি বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় হতে লবণের স্থানীয় চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি, বিপণন এবং স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, বাংলাদেশ লবণ মিলমালিক সমিতি ও নারায়ণগঞ্জ লবণ মিল মালিক গ্রুপ দেশীয় লবণ শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানপূর্বক সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং সমিতিসমূহের আবেদন পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন থেকে অপরিশোধিত লবণের চাহিদা, অপরিশোধিত লবণের স্থানীয় উৎপাদন,লবণ চাষে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ, একর প্রতি উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদন ব্যয়, লবণের আমদানি সংক্রান্ত নীতিমালা, খাত অনুযায়ী পরিশোধিত লবণের ব্যবহার, পরিশোধিত লবণের উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন ব্যয়, স্থানীয় সরবরাহ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এ ছাড়া, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লবণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে সভা করা, কমিশনের প্রতিনিধি দল কর্তৃক লবণ চাষ এলাকা পরিদর্শন এবং দেশিয় লবণ চাষ ও লবণ পরিশোধনকারি শিল্প সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনে গণশুনানি করা হয়। কমিশনের পর্যালোচনা, লবণ চাষ এলাকা পরিদর্শন, সভা ও গণশুনানি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

৩.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) কম পক্ষে ১৫টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন , তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে ১টি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৫টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

Prospect of stainless steel sector in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণা প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন, লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

৪. ভূমিকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে পাথেয় করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পথে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের এ যাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান অন্যতম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যার কারণে সরকার বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণকরতঃ বাজার সম্প্রসারণ করা, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, ব্যবসা সহজীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে ইনপুট হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অফার/অনুরোধ তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগের সম্পাদিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়ন ছাড়াও নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। এ সকল সম্পাদিত কার্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ ইত্যাদি গত অর্থবছরে সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদির মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলো। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজসমূহকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

১) বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই;

২) বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন;

৩) বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন;

৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রণয়ন;

৫) মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ,ইনপুট প্রস্তুত;

৬) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্ট্রিগেটেড ডেটাবেইজ হালানাগাদকরণ;

৭) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট সংক্রান্ত মতামত প্রদান;

৮) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৪.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

৪.১.১ বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই

৪.১.১.১ বাংলাদেশ-কানাডা দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ কানাডাতে পণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না বিধায় সম্ভাব্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কানাডা'র সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, কানাডা'র সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়।

কমিশন বাংলাদেশ ও কানাডা উভয় দেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি, দু'দেশের বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক নীতি, অশুল্ক বাধা, কানাডা কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, কানাডার সাথে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা-খাতে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য সম্ভাবনাময় খাত, দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করে গবেষণা-ধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।বর্তমানে জিএসপির আওতায় শুল্কমূক্ত সুবিধা পেলেও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ কানাডায় পণ্য রপ্তানিতে উচ্চহারে শুল্কের সম্মুখীন হবে বিধায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখার দ্বার উন্মোচনের জন্য এ প্রতিবেদনে পণ্য খাতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। এ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, কানাডা সেবা-খাত, মেধা-স্বত্ব, বিনিয়োগ, শ্রম ইত্যাদি সহ অন্যান্য বিষয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইতে পারে, যা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হতে পারে, কারণ সেক্ষেত্রে এসব বিষয়ে দেশের বিধিবিধানে অনেক বড় ধরনের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে।

৪.১.১.২ বাংলাদেশ ও লেবানন-এর মধ্যে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

গত এপ্রিল ২০১৯-এ লেবাননের মাননীয় অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রী (Economy and Trade Minister) এর সাথে লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাতকালীন আলোচনায় এবং আলোচনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ লেবাননের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ প্রেক্ষিতে লেবানন বাংলাদেশের সাথে ১০টি আইটেম-এ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি -সম্পাদনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিষয়টি লেবাননে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে লেবাননের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করার অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো, রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য পর্যালোচনা করে। উক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে লেবানন কর্তৃক প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির ধরন এবং লেবাননে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিয়ে লেবানন মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার (Priority FTA/PTA Partner) নয় মর্মে কমিশন একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১.১.৩ বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

থাইল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের আর্থ-সামাজিক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, শুল্ক কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো, জনশক্তি আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।এছাড়াও সম্ভাব্য ট্রেড ক্রিয়েশন (Trade Creation), ট্রেড ডাইভারশন (Trade Diversion) এবং রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণে পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করা হয়। উক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্জন ও ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিদ্যমান প্রেক্ষিতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সহযোগী হিসেবে থাইল্যান্ড বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার (Priority FTA Partner) নয় মর্মে কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১.১.৪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) হলো মুক্তবাণিজ্য চুক্তির চেয়েও বিস্তৃত চুক্তি, যাতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণের অবকাশ পায়। CEPA-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদারীকরণ, নিয়ম-নীতির সমন্বয়সাধন ইত্যাদি করা হয়, যাতে করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের সাথে সাথে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় ও সহজীকরণ সম্ভব হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ভারতের সাথে CEPA-এর সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

কমিশন কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের বৈশ্বিক সেবা ও পণ্য বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থনীতি ইত্যাদি পরিস্থিতির পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক পরিস্থিতিও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা, রাজস্ব হ্রাসের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়েছিলো। পণ্য বাণিজ্য পরিস্থিতি ও শুল্কহার বিবেচনায় এবং সেবা বাণিজ্যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতের সাথে আপাতত CEPA-এর প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়, যা উক্ত প্রতিবেদনে কমিশনের সুপারিশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.১.১.৫ বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

২০১১ সালে তৈরি পোশাক পণ্যের আমদানির ওপর তুরস্ক কর্তৃক ১৭% অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে তুরস্কে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উক্ত শুল্ক হতে অব্যাহতি দেয়ার শর্তে তুরস্কের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদন করার পক্ষে অবস্থান নিয়ে ২০১২ সালে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন হতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছিলো। ২০১২ সাল থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশ-তুরস্ক এফটিএ এর আলোচনায় আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত না হওয়ার প্রেক্ষাপটে এফটিএ এর স্থলে সীমিত সংখ্যক পণ্য নিয়ে একটি অগ্রাধিকারমূলক

বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদন করা যায় কিনা এ বিষয়ে মতামতসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।

কমিশন তুরস্ক ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালচিত্র, বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি, তুরস্কের শুল্ক নীতি, তুরস্ক কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, সম্ভাবনাময় পণ্য প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত প্রতিবেদনে তুরস্কের সাথে এফটিএ এর স্থলে সীমিত সংখ্যক পণ্য নিয়ে পিটিএ সম্পাদনের মাধ্যমে তুরস্ক কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হবে না বিধায় পিটিএ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য তেমন কোন সুফল বয়ে আনবে না মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.১.১.৬ বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির যৌথ সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ-চীন দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (পিটিএ) এর সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় যৌথ সমীক্ষার বাংলাদেশ অংশের খসড়া বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রস্তুত করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-চীন প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় প্রণীত রূপরেখা (আউটলাইন) অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদন প্রণয়ন কালে এ রূপরেখা পর্যালোচনাপূর্বক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান প্রণয়নে বাংলাদেশের বিদ্যমান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিসমূহে যা চর্চা করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে আলোকপাত করত: বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অবস্থান (ইনডিকেটিভ পজিশন) প্রদান করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রণয়ন করার জন্য বৃহৎ পরিসরে অংশীজনের সাথে আলোচনা করা সমীচীন বলে মতামত প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদন প্রণয়ন কালে রূপরেখার কিছু অংশ চীন কর্তৃক প্রণয়নের কথা থাকলেও প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪.১.১.৭ বাংলাদেশ- যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কয়েকটি বিষয় যেমন-অন্যান্য দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ধরন পর্যালোচনা, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কারণে সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি, তৈরি পোষাক শিল্প বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের বাণিজ্য পরস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশনকে বিশ্লেষণপূর্বক ইনপুটস প্রণয়নের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়সমূহের ওপর ইনপুটস প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.২ বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন

৪.১.২.১ ১৬টি পণ্যে শুল্ক ও করমুক্ত সুবিধার জন্য ভুটান এর অনুরোধের বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সংক্রান্ত ২য় সভার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গত ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬টি পণ্যে শুল্ক ও করমুক্ত সুবিধার জন্য ভুটান এর অনুরোধের বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, ভুটান প্রাথমিকভাবে বৃহৎ পরিসরে ১৬টি পণ্যে শুল্ক ও করমুক্ত সুবিধার জন্য অনুরোধ করলেও পরবর্তীতে তা পরিমার্জন করে এইচ এস ৬ ডিজিট লেভেলে এ ১৬টি পণ্যের জন্য অনুরোধ করে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রাথমিক ও সংশোধিত উভয় অনুরোধ তালিকা পর্যালোচনা করে। এইচ এস ৮ ডিজিট লেভেলে প্রাথমিক পণ্য তালিকায় ৪২টি পণ্য ও সংশোধিত পণ্য তালিকায় ২০টি পণ্য পাওয়া যায়। সংশোধিত তালিকার সকল পণ্যই প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুল্ক ও কর অব্যাহতির ফলে যদিও দেশীয় শিল্প ও রাজস্ব আদায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তবুও রপ্তানিতে ভুটানের সীমিত সামর্থ্য বিবেচনায় নিলে রাজস্ব আদায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কম পড়বে বলে প্রতীয়মান হয়। রাজস্ব আদায় ও দেশীয় শিল্পের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে কমিশন ভুটান কর্তৃক প্রেরিত সংশোধিত তালিকার প্রতিটি পণ্যের (৮ ডিজিট লেভেলে ২০টি এইচ এস লাইন) জন্য পৃথক পৃথক মতামত প্রেরণ করে। প্রাথমিক তালিকার যে পণ্যসমূহ সংশোধিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি (৮ ডিজিট লেভেলে ২০টি এইচ এস লাইন), সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি মওকুফ করা যেতে পারে মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করে।

৪.১.২.২ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) এর রুলস অব অরিজিন এর খসড়া প্রণয়ন

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) খসড়ার বিষয়ে গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ এর রুলস অব অরিজিন প্রণয়ন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ- এর রুলস অব অরিজিন এর খসড়া টেক্সট প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, এ খসড়া রুলস অব অরিজিন প্রণয়নে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সাফটা) চুক্তির রুলস অব অরিজিন যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে এবং এটিকে যতটা সম্ভব সহজ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র সম্পূর্ণ উৎপাদিত (wholly produced) পণ্যের ক্ষেত্রে রুলস গুলোকে সরল রাখার জন্য ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এর রিভাইসড কিয়োটো কনভেনশন এর বিধিমালা অনুসরণ করা হয়।

৪.১.২.৩ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর আওতায় ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত শুল্কহ্রাস বিষয়ক মোডালিটিস (Modalities on Tariff Reduction /Elimination) এর ওওপর মতামত/বিকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত শুল্কহ্রাস বিষয়ক মোডালিটিস (Modalities on Tariff Reduction/Elimination) এর ওওপর মতামত/ বিকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য

পরিস্থিতি এবং শুল্ক কাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর আওতায় পারস্পরিক অর্জন (Mutual Benefit) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন হতে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.২.৪ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার নিকট বাংলাদেশের প্রাথমিক অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর টিএনসি (TNC) বা ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটির (Trade Negotiating Committee) দ্বিতীয় সভায় উভয় দেশ তাদের অনুরোধ তালিকা আদান-প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অংশীজনদের সাথে সভা করে বাংলাদেশের প্রাথমিক অনুরোধ তালিকা প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্ণায়ক (criteria) ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ০৭ অগাস্ট ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত অংশীজন সভার সিদ্ধান্ত ও অংশীজনগণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এইচ এস ৮-ডিজিট পর্যায়ে ৩০১টি পণ্যের একটি প্রাথমিক অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.২.৫ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর টিএনসি (TNC) বা ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটির (Trade Negotiating Committee) প্রথম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উভয় দেশ তাদের আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়া হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, দ্বিতীয় টিএনসি (TNC)-এর পূর্বে, ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পণ্যের অনুরোধ তালিকা (Request List), বাংলাদেশের সম্ভাব্য অফার লিস্ট (Offer List) এবং বাংলাদেশের জন্য নেগোসিয়েশনের পরিকল্পনা/ কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন এইচ এস ৬-ডিজিট পর্যায়ে ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের ২২০টি পণ্যের একটি সম্ভাব্য অনুরোধ তালিকা এবং উক্ত তালিকা হতে ৯৪ টি পণ্যের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে। এছাড়াও, কমিশন হতে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির খসড়া এবং চুক্তিটির টার্মস অফ রেফারেন্স (Terms of Reference (ToR))-এর বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.২.৬ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত প্রাথমিক অনুরোধ তালিকার ওওপর মতামত প্রদান

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর টিএনসি (TNC) বা ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটির (Trade Negotiating Committee) দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উভয় দেশ তাদের অনুরোধ তালিকা আদান-প্রদান করে। এই ধারাবাহিকতায় ইন্দোনেশিয়া হতে এইচ এস ৮-ডিজিট পর্যায়ে ৩০৯টি পণ্যের একটি প্রাথমিক অনুরোধ তালিকা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামতের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে কমিশন কর্তৃক একটি অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়। অংশীজন সভার সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নিয়ে উক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসমূহে বাংলাদেশের দেশীয়

উৎপাদন, বিদ্যমান শুল্ক এবং সাফটা (SAFTA)-এর আওতায় বাংলাদেশ কর্তৃক অফারকৃত পণ্যভিত্তিক শুল্ক বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য বিকল্প অবস্থান এবং উক্ত বিকল্পসমূহের সম্ভাব্য ট্রেড ক্রিয়েশন (Trade Creation), ট্রেড ডাইভারশন (Trade Diversion) এবং রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.২.৭ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রেরিত চূড়ান্ত অনুরোধ তালিকার ওপর বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রণয়ন

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার নিকট হতে এইচ এস ৮-ডিজিট পর্যায়ে ৩০০টি পণ্যের একটি চূড়ান্ত অনুরোধ তালিকা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামতের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসমূহে বাংলাদেশের দেশীয় উৎপাদন, বিদ্যমান শুল্ক এবং সাফটা(SAFTA)-এর আওতায় বাংলাদেশ কর্তৃক অফারকৃত পণ্যভিত্তিক শুল্ক বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য বিকল্প অবস্থান এবং উক্ত বিকল্পসমূহের সম্ভাব্য ট্রেড ক্রিয়েশন (Trade Creation), ট্রেড ডাইভারশন (Trade Diversion) এবং রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.২.৮ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত অনুরোধ তালিকা বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পর্যবেক্ষণ/প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান

ইন্দোনেশিয়া হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক অনুরোধ তালিকা এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-এর প্রস্তাবসমূহের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর এ বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ প্রেরণ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবস্থানের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট মতামত প্রদানের অনুরোধ জানালে কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ পূর্বক সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১.৩ বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

৪.১.৩.১ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (APTA)-এর আওতায় রুলস অব অরিজিন সংশ্লিষ্ট সংশোধন প্রস্তাব বিষয়ে মতামত প্রেরণ

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (APTA) এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক একটি বাণিজ্য চুক্তি। ২০১৭ সালের ১৩ জানুয়ারি ব্যাংককে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪র্থ রাউন্ডের নেগোশিয়েশন সমাপ্ত হয়। বর্তমানে ৫ম রাউন্ডের নেগোশিয়েসন চলমান আছে। উক্ত নেগোশিয়েসন ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়, যার একটি রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত। গত ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০১৯ সময়ে আপটা-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫৬তম সভায় রুলস অব অরিজিন-এর ওয়ার্কিং গ্রুপের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে, চীন, রিপাবলিক অব কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়া) এবং ভারত রুলস অফ অরিজিনের আওতায় Operational

Procedures for the Certification and Verification of the Origin of Goods-এর প্রস্তাবনায় বেশ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করে। এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে কমিশন সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মতামত, আপটা সচিবালয়ের মতামত, বিদ্যমান সাফটা, সাপটা চুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চুক্তিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে এবং সুপারিশ হিসেবে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১.৩.২ এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) চুক্তির আওতায় ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস এর সংশোধন প্রস্তাব বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) স্ট্যান্ডিং কমিটির অধীনে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস এর ৫ম সভা গত ২৮-২৯ অক্টোবর ২০১৯ থাইল্যান্ডের ব্যাংকক এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়, ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টটির সংশোধনীর লক্ষ্যে ভারত কর্তৃক প্রণীত খসড়ার ওপর সদস্য দেশসমূহ প্রাথমিকভাবে মতামত প্রদান করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহের ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়।

কমিশন সংশোধন প্রস্তাবসমূহের ক্ষেত্রে মূল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস এর টেক্সট, ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত টেক্সট, বিভিন্ন সদস্য-দেশের প্রাথমিক মতামত পাশাপাশি ম্যাট্রিক্স আকারে রেখে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে মতামত প্রণয়ন করে।

৪.১.৩.৩ সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের মূল্য সংযোজনের হার সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য একটি ভারতীয় টেকনিকাল টিম এর বাংলাদেশের উৎপাদনকারীর ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের অনুরোধের বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

সাফটা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানিকৃত পরিশোধিত ভোজ্য-তেল উৎপাদনের মূল্য সংযোজনের হার সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য একটি ভারতীয় টেকনিকাল টিম কর্তৃক বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের উৎপাদন কারখানা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদানসহ এসব কারখানা পরিদর্শনের দিন-তারিখ নির্ধারণের জন্য ভারত বাংলাদেশের নিকট অনুরোধ জানিয়েছে। ভারতের অনুরোধের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়।

এ বিষয়ে ভারতের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সাফটা চুক্তির রুলস অব অরিজিন এর রুল-১৬(বি) এর উদ্দেশ্য পূরণ-কল্পে রুল-১৬(সি) মোতাবেক ভারতের টেকনিকাল টিমকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিকৃত পরিশোধিত ভোজ্য তেলের উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করা যায় মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করে। কমিশন এর মতামতে যৌথ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে অংশীজনের (পরিশোধিত ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী, বাংলাদেশ হতে ভারতে তেল রপ্তানিকারক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, হিসাব রক্ষণ বিশেষজ্ঞ, কাস্টমস ও অন্যান্য) সমন্বয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সাফটা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ হতে ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার স্বার্থে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে কমিশন এর মতামতে উল্লেখ করা হয়।

৪.১.৩.৪ BIMSTEC Investment Agreement-এর বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

বিগত ১৮ -১৯ নভেম্বর ২০১৮ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত BIMSTEC Trade Negotiating Committee (TNC) সভায় BIMSTEC Investment Agreement চূড়ান্ত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এ বিষয়ে বিগত ২২ -০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত :মন্ত্রণালয় সভায় খসড়া BIMSTEC Investment Agreement-এর ওপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে কমিশনের মতামত চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয় । এ লক্ষ্যে, ভারত কর্তৃক প্রদত্ত 'Model Bilateral Investment Treaty, বিমসটেক-এর বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ ও টিএনসি সভার সিদ্ধান্ত এবং বিমসটেক-এর আওতায় বিদ্যমান 'Agreement on Investment' ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য এগ্রিমেন্ট বিশ্লেষণ পূর্বক কমিশনের মতামত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৩.৫ বিমসটেক এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিমসটেক এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) বিষয়ে কমিশনের মতামত বিগত ১৬ সেপ্টম্বর ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পূর্বক কমিশন হতে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রণয়ন

৪.১.৪.১ ব্রেক্সিট পরবর্তী শুল্ক কাঠামো সংক্রান্ত যুক্তরাজ্য-এর প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রণয়ন

গত ২৩ জুন, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোট-এর রায়ে যুক্তরাজ্য-এর গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ত্যাগের পক্ষে মত দিলে যুক্তরাজ্য সরকার সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে নেগোশিয়েসন সম্পন্ন করে। সে মোতাবেক গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ত্যাগ করে। যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার। বাংলাদেশ এ বাজারে অস্ত্র ছাড়া সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকত এবং এ শুল্ক ব্যবস্থা ২০২০ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ২০২১ সাল থেকে যুক্তরাজ্য সরকার নতুন শুল্ক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে কমিশনের নিকট মতামত চাওয়া হলে প্রস্তাবিত শুল্ক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে কমিশন মতামত প্রেরণ করে। প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামো ও ব্যবস্থা হতে দেখা যায় যুক্তরাজ্য শুল্ক কাঠামো সহজীকরনের পদক্ষেপ হিসেবে যেসকল পণ্যে দেশীয় উৎপাদন নেই ও স্বল্প শুল্ক বিশিষ্ট পণ্য এবং উৎপাদনের কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদিতে শুল্ক হ্রাস করতে যাচ্ছে। এতে দেখা যায় যে, যদিও স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধাসমূহ পূর্বের ন্যায় বহাল থাবে, তথাপি শুল্ক হার হ্রাসের কারণে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারে অবনমন হবার কারণে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাবে। এ সকল তথ্য বিবেচনায় ও বাংলাদেশের রপ্তানি তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন

মতামত প্রস্তুত করে এবং তৈরি পোশাক, বাইসাইকেল, মৎস্য, হোম টেক্সটাইল ও পাদুকা পণ্যসমূহের ওপর শুল্ক হার না কমানোর অনুরোধ জানানোর জন্য সুপারিশ করে।

৪.১.৪.২ EU এর নতুন জিএসপি প্রবিধান (GSP Regulation)-এর অনলাইন পাবলিক কনসাল্টেশন সংক্রান্ত প্রশ্নমালা পূরণ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্বল্পোন্নত দেশসমূহসহ উন্নয়নশীল দেশসমুহকে Generalised Scheme of Preferences (GSP) সুবিধার আওতায় পণ্য রপ্তানির সুযোগ প্রদান করে থাকে। উক্ত সুযোগের আওতায় বাংলাদেশও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পণ্য রপ্তানি করে থাকে এবং অঞ্চল হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ইইউ বাংলাদেশের প্রধানতম রপ্তানি বাজার। এ কারণে ইইউ-এর জিএসপি স্কিমে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হলে তা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইইউ-এর বর্তমান জিএসপি স্কিমটি ১ জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে ১০ বছরের জন্য বলবৎ রয়েছে, যা আগামি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ নাগাদ বিলোপ হবে। ইইউ-এর ভাষ্যমতে, ২০১৮ সালে ইইউ কর্তৃক পরিচালিত মধ্যবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় উঠে আসে যে, বর্তমান জিএসপি স্কিমটি কার্যকরভাবে কাজ করলেও কিছু জায়গায় আরও ভালো করার সুযোগ রয়েছে। নতুন জিএসপি স্কিম প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালাটি ইইউ কর্তৃক সরবরাহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাদি জিএসপি স্কিম প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে ইইউ কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে। এমতাবস্থায়, করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি, রপ্তানি বাজার এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্নমালাটি পূরণ করা হয় এবং তা নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৪.৩ শ্রীলংকা কর্তৃক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর বাজারে জিএসপি প্লাস স্কিম-এর সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রিজিওনাল কিউমুলেশন প্রভিশন (Regional Cumulation Provision)-এর আওতায় বাংলাদেশ হতে কাপড় আমদানি সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

শ্রীলংকার পোশাক উৎপাদকগণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Union)-এর বাজারে জিএসপি প্লাস স্কিম (GSP Plus Scheme)-এর সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রিজিওনাল কিউমুলেশন প্রভিশন (Regional Cumulation Provision)-এর আওতায় বাংলাদেশ হতে কাপড় (Fabric) আমদানি করে পোশাক উৎপাদনে আগ্রহী মর্মে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে প্রাপ্ত পত্র মোতাবেক জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো শ্রীলংকার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা এবং এ বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় নোটিফাই (notify) করার বিধান বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। কমিশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Union)- এর জিএসপি প্লাস স্কিম (GSP Plus Scheme)-এর আওতায় বিদ্যমান রিজিওনাল কিউমুলেশন প্রভিশন (Regional Cumulation Provision), এ বিষয়ে সার্ক (SAARC) দেশসমুহের অবস্থান, এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Union)- এ জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পো শাক শিল্পের জন্য বিদ্যমান রুলস অফ অরিজিন (Rules of Origin) বিশ্লেষণ করে শ্রীলংকার প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য মর্মে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে অবহিত করে। একই সাথে এ বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় notify করার কোন বিধান/ প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে বিষয়টি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে অবহিত করা হয়।

৪.১.৪.৪ করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

চীন-এর উহানে প্রথম করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাবার পর এবং প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায়, উহানসহ হুবেই প্রদেশের অন্যান্য শহরে লকডাউন এর মাধ্যমে মহামারি পরিস্থিতি মোকাবেলার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এতে করে চীন হতে পণ্য আমদানি অনিশ্চয়তায় পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। চীন বাংলাদেশের প্রধানতম আমদানি উৎস। চীন হতে আমদানি পণ্যের বড় অংশই দেশীয় শিল্পে পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা দেশীয় বাজার এর সাথে সাথে রপ্তানির যোগানও দিয়ে থাকে। এর ফলে বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং কমিশন এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করে। উক্ত প্রতিবেদনে দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে কোন কোন পণ্যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ ভোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিনারি, লৌহ/ইস্পাত, কাঁচ/কাঁচ পণ্য, সিরামিক, পাথর, আসবাবপত্র ইত্যাদি পণ্যসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে, রপ্তানিমূখি পণ্যের ক্ষেত্রে তুলা, কৃত্রিম তন্তু, কাপড় ইত্যাদি পণ্যসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়বে বলে প্রতীয়মান হয় । বিকল্প উৎস বিবেচনায় নিয়েও দেখা গেছে যে, বিকল্প উৎসসমূহ হতে আমদানি করা গেলেও তা চাহিদার তুলনায় স্বল্প হবার সম্ভাবনা বেশি। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কাঠজাত পণ্য, তৈলবীজ, কৃত্রিম তন্তু, রাসায়নিক পণ্য, চামড়া ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানি হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৪.১.৪.৫ SAGIA হতে প্রাপ্ত Agreement for the Promotion and Protection of Mutual Investment-শীর্ষক বিনিয়োগ চুক্তির খসড়া বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) থেকে প্রাপ্ত " Agreement for the promotion and Protection of Mutual Investment"-শীর্ষক বিনিয়োগ চুক্তির খসড়া শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয় এবং এ সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ করবার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। তদানুযায়ী কমিশন খসড়া চুক্তিটির দুটি সংশোধনীর বিষয়ে মতামত প্রেরণ করে।

৪.১.৫ মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ,ইনপুট প্রস্তুত

৪.১.৫.১ বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক সভা (ফরেন অফিস কনসাল্টেশন) এ উপস্থাপনের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংকলন

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নির্ধারিত বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক পরামর্শ সভা ফরেন অফিস কনসাল্টেশন সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু তথ্যসহ সভায় উত্থাপনযোগ্য বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়।

কমিশন কাতারের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানীকৃত পণ্যসমূহ, সম্ভাবনাময় রপ্তানীযোগ্য পণ্যসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংকলন পূর্বক ফরেন অফিস কনসাল্টেশন এ আলোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য পণ্যসমূহে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, ইপিজেড ও স্পেশাল ইকনোমিক জোনসমূহে বিনিয়োগ ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে কতিপয় পরামর্শ সম্বলিত ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.১.৫.২ বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ফরেন অফিস কনসাল্টেশন-এর জন্য ইনপুট

গত ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে Foreign Office Consultation অনুষ্ঠানের সূচী নির্ধারন করা হয়। উক্ত সভা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানির তথ্য ও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী বাণিজ্য পরিস্থিতিতে করণীয়, রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যতালিকা, ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করে। এর প্রেক্ষিতে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, আমদানি-রপ্তানি পণ্য তালিকা, সম্ভাবনাময় পণ্য তালিকা ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক ইনপুট প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও চাহিদানুযায়ী বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাণিজ্যে কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা উল্লেখপুর্বক মতামত প্রেরণ করা হয়। উক্ত মতামতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে কোন বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষিণ কোরিয়ার নিকট বর্তমানে প্রাপ্ত শুল্কমুক্ত সুবিধাসমূহ অন্তত আরো পাঁচ বছরের জন্য বহাল রাখার অনুরোধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.১.৫.৩ বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৩তম সভার জন্য ব্রিফ প্রণয়ন

গত ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ সময়ে বাংলাদেশ-সৌদি আরবের যৌথ কমিশন-এর ১৩তম সভা অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিলো। উক্ত সভায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য গত ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সৌদি আরবের নিকট কোটা ও শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা চাওয়ার জন্য একটি পণ্য তালিকা প্রস্তুত করে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত তালিকাসহ একটি ব্রিফ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত ব্রিফে দ্বিপাক্ষিক আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতির সাথে সাথে পণ্যভিত্তিক আমদানি রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখ করা হয় এবং অন্যান্য অশুল্ক বাধা সম্পর্কিত বিষয়ও উল্লেখ করা হয়। সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে মাংস ও চাষকৃত মাছের ওপর সাময়িক আমদানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা বাতিল হওয়া উচিৎ বলে কমিশন মনে করে ।এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৩তম সভায় উত্থাপন করার জন্য সুপারিশ করে।

৪.১.৫.৪ বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড যৌথ বাণিজ্য কমিশন -এর ৫ম সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন

গত ০৮-০৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ সময়ে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড যৌথ বাণিজ্য কমিশনের ৫ম সভা অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিলো। উক্ত সভার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রতিবেদন চাওয়া হলে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বৈশ্বিক বাণিজ্যের পরিমাণ, প্রধান রপ্তানি ও আমদানি বাজার, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিমাণ, শুল্ক হার, সেবা বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও সভায় আলোচনার জন্য বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পরেও যাতে শুল্কমুক্ত সুবিধাসমূহ অন্তত আরো পাঁচ বছরের জন্য বহাল থাকে তা অনুরোধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.১.৫.৫ পঞ্চম টিকফা (TICFA)-এর অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য অগ্রগতি সভা (Follow Up Meeting) এর জন্য তথ্য প্রণয়ন

গত ৫ মার্চ ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত "ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট" (Trade and Investment Co-operation Forum Agreement), টিকফা (TICFA)- এর পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় অগ্রগতি সভায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কি কি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে সে বিষয়ে তথ্য ও মতামত প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে ইউ এস টি আর (USTR) কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ যেমন-কৃষি বাণিজ্য, ই-ওয়েস্ট(E-waste) এবং বিনিয়োগ পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এবং পোশাক শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের বাজার সম্প্রসারণে বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্রোডাকশন শেয়ারিং (Production Sharing) বিষয়ক প্রস্তাবসহ কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৫.৬ বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম যৌথ বাণিজ্য কমিটির দ্বিতীয় সভার জন্য মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ভিয়েতনাম যৌথ বাণিজ্য কমিটির দ্বিতীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ভিয়েতনামের মধ্যে আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত কোন সমস্যা, নতুন পণ্য রপ্তানি কিংবা প্রাসঙ্গিক যে কোন বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, ভিয়েতনামে বাংলাদেশের প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য তালিকা এবং ভিয়েতনামের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য তালিকা ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৫.৭ বাংলাদেশ-কম্বোডিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম জয়েন্ট কমিশন সভার জন্য তথ্য প্রণয়ন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-কম্বোডিয়া প্রথম জয়েন্ট কমিশন সভার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ভারসাম্য , কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশের প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য তালিকা এবং কম্বোডিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানোর প্রেক্ষিতে কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৫.৮ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর উজবেকিস্তান সফর উপলক্ষ্যে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত ইনপুট প্রণয়ন

গত ০৮-১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ সময়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর উজবেকিস্তান সফর অনুষ্ঠিত হবার সময় নির্ধারণ করা হয়েছিলো। উক্ত সফর উপলক্ষ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখপূর্বক একটি ইনপুট প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুরোধ করে। ইনপুটটিতে বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শুল্ক ইত্যাদির তুলনামূলক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও ইনপুটটিতে উজবেকিস্তানে সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যের তালিকা ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

৪.১.৬ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্ট্রিগেটেড ডেটাবেইজ হালানাগাদকরণ

৪.১.৬.১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি (Integrated Data Base) হালনাগাদকরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি তথা Integrated Data Base এ বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদকরণের জন্য অনুরোধ জানায় । সে অনুযায়ী ২০১৬ -১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আমদানি এবং শুল্ক সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়।

উক্ত ডেটাবেজে আমদানি সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবহার (Home Consumption) এবং এইচ.কোড. অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছরের মাসভিত্তিক উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে। ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হার (MFN Rate) এবং রেয়াতপ্রাপ্ত শুল্ক হারের ক্ষেত্রে সাফটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (SAFTA Rate) ও আপটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (APTA Rate) ইত্যাদি তথ্যও সন্নিবেশ করা হয়।

৪.১.৭ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

৪.১.৭.১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট এইচ. এস. ২০১২ ভার্সনে রুপান্তরের জন্য মতামত প্রেরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের সময় সকল সদস্য এইচ. এস . কোড অনুযায়ী কিছু পণ্যের সর্বোচ্চ প্রযোজ্য শুল্ক বা বাউন্ড ডিউটি, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার প্রদান করে। বাংলাদেশও একটি পণ্য তালিকা (Schedule LXX-Bangladesh) প্রদান করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা উক্ত তালিকা এইচ. এস. কোড-এর পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করে এবং সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সর্বশেষ ২০০৭ সালের এইচ. এস. কোড থেকে ২০১২ সালের এইচ. এস. কোডে রুপান্তর করে। সে অনুযায়ী রুপান্তরিত পণ্য তালিকা বা সিডিউলটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে যাচাই-এর জন্য প্রেরণ করা হলে কমিশন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে মতামত প্রেরণ করে। যাচাই করার সময় দেখা যায় যে এইচ. এস . ২০১২-এ মোট এইচ. এস. লাইন দাঁড়ায় ৯৫৫টি, যা এইচ. এস. ২০০৭ এ ৮৭২টি ছিল । মূলত ৬ ডিজিট লেভেলে এইচ. এস . লাইন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। বিস্তারিত পরীক্ষান্তে সিডিউলটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৮ বাংলাদেশের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়

৪.১.৮.১ বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা (ডব্লিউআইপিও) -এর সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত ইনপুট/মতামত প্রণয়ন

বিশ্ব মেধা-স্বত্ব সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও)-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ইনপুট/মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন হতে প্রাপ্ত সংযুক্ত পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে-Accession to Madrid Union, Accession to WIPO Internet Treaties, Additional Technology and Innovation Support Centers (TISs), IP Education, Training and Human Resource Development, Enlisting/Depository of Traditional Knowledge and Genetic Resources এবং Enabling environment initiatives for Brands Designs। শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে "Accession of

Bangladesh to the Madrid Protocol" বিষয়ে কমিশনের ইনপুট/মতামত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাদ্রিদ প্রোটোকল হলো বিশ্ব মেধা-স্বত্ব সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও) কর্তৃক পরিচালিত একটি চুক্তি যার মাধ্যমে বিশ্বের একাধিক দেশে একটি এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ট্রেডমার্কের জন্য অ্যাপ্লাই করার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্ণিত মতামত প্রণয়নে কমিশন কর্তৃক মাদ্রিদ প্রোটোকল-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির সুফল, কুফল এবং ডব্লিউআইপিও কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ, বাংলাদেশের অবস্থান বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের পূর্বে বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত আইনে কোন ধরনের সংশোধন প্রয়োজন তা সুনিশ্চিত হওয়া এবং ডব্লিউআইপিও কর্তৃক নির্ধারিত "pre-accession activities" সম্পন্ন করার বিষয়ে কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.১.৮.২ Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT & T) এবং Coastal Shipping Agreement এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে অপরিশোধিত চিনি (Raw Sugar) আমদানির বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

নারায়ণগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে অপরিশোধিত চিনি (Raw Sugar) আমদানির অনুমতি প্রদানের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন হতে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উক্ত স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে বর্ণিত পণ্য আমদানির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, বন্দরের অবকাঠামোগত অবস্থা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চাহিত বিষয়ে বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন ও অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর পরিদর্শন, অংশীজন সভা আয়োজন এবং অপরিশোধিত চিনির বাজার পরিস্থিতি যাচাইসহ এতদসংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রোটোকল, এস.আর.ও পর্যালোচনা করা হয়। নারায়ণগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন ও নৌ-বন্দরের বিদ্যমান অবকাঠামোগত অবস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় ভারত থেকে চিনি আমদানির অনুমতি প্রদানের বিষয়টি বর্তমান পরিস্থিতিতে যৌক্তিক হবেনা বলে প্রতীয়মান। তবে বন্দরের অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়ন এবং জনবল বৃদ্ধিকরণসহ স্থল শুল্ক স্টেশনের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে চিনি আমদানির অনুমতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন ও নৌ-বন্দরের সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানো সম্ভব মর্মে কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.১.৮.৩ আখাউড়া স্থল বন্দর দিয়ে আমাদানি-রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন-এর চাহিদা মোতাবেক পণ্য আমদানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে কমিশনের মতামত প্রণয়ন

আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন, আখাউড়া স্থল বন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক আখাউড়া স্থল বন্দরের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও-২৩৭-আইন/২০১৮/ ৩৯/শুল্ক তারিখ: ১৭ জুলাই ২০১৮ সংশোধনপূর্বক আরও কিছু পণ্য অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করা হয়। বর্ণিত পত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে আমদানির অনুমতিপ্রাপ্ত পণ্যের তালিকায় অন্যান্য পণ্য অন্তর্ভুক্তির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, অবকাঠামোগত অবস্থা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদানের জন্য আবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্বক মতামত প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করা হয়। আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশন, স্থল

বন্দর ও কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের বিদ্যমান অবকাঠামোগত অবস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে , এসোসিয়েশন-এর চাহিদা মোতাবেক আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা হালনাগাদ করা হলে বন্দরের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধির যেমন সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি এর মাধ্যমে সরকারের রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষ্যে, স্থল শুল্ক স্টেশন আধুনিকায়ন, শুল্ক স্টেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ জনবলের পদায়ন নিশ্চিতকরণ ও আইটি সরঞ্জাম নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে আখাউড়া আমাদানি-রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন-এর চাহিদা মোতাবেক আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা হালনাগাদ করা যেতে পারে মর্মে কমিশন হতে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৪.১.৮.৪ Trade Monitoring Report প্রকাশের নিমিত্ত তথ্য প্রেরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) কর্তৃক Trade Monitoring Report (WTO-wide & G-20) প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ডব্লিউটিও-এর মহাপরিচালক Mr. Roberto Azevedo ডব্লিউটিও'র প্রতিটি সদস্যকে মে ২০১৯ হতে অক্টোবর ২০১৯ সময়ে তার দেশে বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট যে সকল (আইন/বিধি/নীতি/আদেশ) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। উক্ত পত্রের চাহিদার আলোকে Trade Monitoring Report-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য সংযুক্ত ছক মোতাবেক কমিশন সংশ্লিষ্ট তথ্য ছক প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৮.৫ "জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১ ৮" বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভায় ''জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮ "-এর অনুচ্ছেদ ৩.৬.৭ এবং কর্ম-পরিকল্পনার ৭ নং ক্রমিকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ইক্যুইটির হার এবং এ নীতিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আ লোকে কমিশন হতে ই-কমার্সের সকল দিক বিশ্লেষণ পূর্বক নিম্নলিখিত মতামত প্রস্তুত করা হয়:

ক. ই-কমার্স সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় , বিভিন্ন ধরনের ই-কমার্স বিদ্যমান রয়েছে । সেগুলো মূলত নিম্নরূপ:

১. Order through internet and physical delivery;
২. Digitalization of products and services and delivery through internet;
৩. Subscription of services through internet;
৪. Cloud service-renting server space and services in 'cloud';
৫. Internet Data Model (Facebook, Google);
৬. Internet Platform Model (Ubber, Pathao etc.);
৭. Internet of Things (IoT);
৮. FinTech.

উল্লেখ্য যে , উপর্যুক্ত ই-কমার্সের মধ্যে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাগণ কেবলমাত্র "Order through internet and physical delivery" এবং "Internet Data Model (Facebook, Google)"-

এর সাথে সম্পৃক্ত । অন্যদিকে বাংলাদেশি ভোক্তাগণ Internet of Things (IoT) ও FinTech (যেগুলো বাংলাদেশে এখনও পরিচিতি লাভ করেনি) ছাড়া অন্যান্য সকল ধরনের ই-কমার্সের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে । বিদ্যমান ই-কমার্স পলিসিতে কেবলমাত্র "Order through internet and physical delivery" ধরনের ই-কমার্স কার্যক্রমকে বিবেচনা করা হয়েছে । অন্য ধরনের ই-কমার্স কার্যক্রমকে এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি বিধায়, এ নীতিমালার পরিধি এবং আওতা বাড়ানো দরকার। এ কারণে সকল ধরনের ই-কমার্স কার্যক্রমকে এ নীতিমালার আওতায় এনে এসকল বিষয়ে করণীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে। এ ক্ষেত্রে অংশীজনদের সাথে আলোচনা পূর্বক ডিজিটাল কমার্সকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

খ. এছাড়া, বর্তমানে অনেক পণ্য ও সেবা ডিজিটাইজড করা হয়েছে যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হচ্ছে। অধিকন্তু , আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধিও দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাপকতা বৃদ্ধির কারণে, এ সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আয়কর , মূসক ও শুল্ক বাবদ বিপুল রাজস্ব ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। একারণে বিদ্যমান নীতিমালায় এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

৪.১.৮.৬ "National Digital Commerce Policy of Bangladesh: Issues and Considerations" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন

কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর আওতায় গৃহীত "National Digital Commerce Policy of Bangladesh: Issues and Considerations" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। উল্লেখ্য, কমিশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত এ কাজটি ১৫ জুন, ২০২০ এর মধ্যে নিষ্পন্ন করা হয়। বর্ণিত গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সহ ই-কমার্সের সার্বিক দিক অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে: (i) Defining E-commerce; (ii) Determining scope and perspective; (iii) Foreign Direct Investment Policy; (iv) Robust online Transaction System; (v) Delivery Mechanisms; (vi) Secure Online payment System; (vii) Data Protection and Privacy Policy; (viii) Cybersecurity; (ix) E-commerce Licensing Authority; (x) Continuous Market Research and Monitoring; (xi) Return Policy; (xii) Intellectual Property Policy; (xiii) Consumer Right Protection Policy; (xiv) Taxation Policy; (xv) Digital Signatures and Electronic Contracts; (xvi) Certification and Certification Authorities; (xvii) Use of Latest Technology like Block Chain; (xviii) Implementation Roadmap.

৪.১.৮.৭ Host Country Agreement with the Permanent Court of Arbitration সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

Permanent Court of Arbitration (PCA) হতে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে Host Country Agreement (HCA) স্বাক্ষরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে "1899 Convention for the Pacific Settlement of International Dispute", "1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes" এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রবন্ধ, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার আলোকে উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের পক্ষে কমিশনের মতামত গত ০২ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১.৮.৮ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত কার্যাদি

২০১৫-এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২০৩০ সাল নাগাদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা -এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য, ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২ টি সূচক (বর্তমানে ২৩১) ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মতো, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সফল ও অগ্রগামী একটি প্রধান দেশ হবে; এ লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট তথ্য সময় সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এছাড়াও, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সূচক ১৭.১০.১ (বৈশ্বিক ভারিত শুল্ক হার) ও ১৭.১২.১ (উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্য রপ্তানিতে প্রযোজ্য গড় শুল্ক হার) সম্পর্কিত তথ্যাদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ও সংশ্লিষ্ট ডেটা ট্রেকার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হয়।

৪.২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২০২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) এর আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) টি দেশ/অঞ্চলের সাথে দ্বি- পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণ সহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বি শ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১১। বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত ২৬ টি চুক্তি বিশ্লেষণপূর্বক একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি টেমপ্লেট প্রণয়ন।

১২। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে ইনপুটস প্রদান।

১৩। বিবিধ কাজ।

৫. কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

৫.১ সমস্যাবলী

৫.১.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেউফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে বিধিমালা অনুযায়ী পদ্ধতিসমূহ অনুসরণে সমস্যাবলীঃ

বিভিন্ন সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য আমদানিতে ডাম্পিং এর অভিযোগ আনলেও বিভিন্ন কারণে এর প্রতিকারের বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আবেদন করেননি অথবা করতে পারেননি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করে না:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের জন্য বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ;

খ. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদন পেশ করতে হয়, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদন করতে বিরত রাখে;

গ. আইন অনুযায়ী অসম প্রতিযোগিতা থেকে স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিধান থাকলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং আমদানি পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ দেয়া হয়। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করতে হয় না, যার ফলে দ্রুতই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

৫.১.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে তথ্য বিশ্লেষণ এবং মতামত প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক টুলস ব্যবহার করা প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে কোন প্রশিক্ষণ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত /অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সব সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল ব্যবহার করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিয়মিত উন্নত (এডভান্সড) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জরুরি। এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেশে অপ্রতুল থাকায় বিদেশের বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর থাকা জরুরি। কমিশনের সাথে এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়নি। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রয়োজন।

৫.১.৩ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণাধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশীয় উৎপাদন , বাংলাদেশের আমদানি -রপ্তানির পাশাপাশি শুল্কহার, শুল্ক আহরণের পরিমাণ , ইত্যাদি তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিত প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) না থাকায় তথ্যসমূহ প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণ উপযোগী করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একটি নিজস্ব সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন।

৫.১.৪ কমিশনের জনবলের স্বল্পতা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের অভাব।

৫.১.৫ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫.১.৬ নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ এ জাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ সকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

৫.২ সুপারিশমালা

৫.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদন করাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত সকল বিধিমালা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। এ কারণে এসকল শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে তা হ্রাস করা সম্ভব নয় । তবে এস ব বিধিমালার আওতায় তদন্ত শুরুর ষাট দিন পর সাময়িক শুল্ক আরোপ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব দ্রুত সংরক্ষণ দেয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন কর্মশালা আ য়োজন করছে এবং ভবিষতেও আয়োজন করতে পারে। এছাড়া শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালার আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

খ. বিধিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডাম্পিং/ভর্তুকি তথ্য,আমদানি বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য এবং এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হয়। যেহেতু বিধিমালাসমূহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে, সেহেতু এসকল নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভব নয়। তবে সংরক্ষণ প্রত্যাশী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যথা ডাম্পিং/ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি, হালনাগাদ আমদানির তথ্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণের নাম, সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য

ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারেন না। এসকল তথ্য অনেক সময় তাদের নিকট থাকে না, যে কারণে তারা সঠিকভাবে কোন আবেদন করতে পারেন না। একারণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

সারণি-২৩: তথ্যের উৎস ও সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায়

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি	রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
হালনাগাদ আমদানির তথ্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে যে কোন পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর	অভিযোগকৃত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে তার রশিদ অথবা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা অথবা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অথবা অভিযোগকৃত দেশে পণ্যটির উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত বাজার দর অথবা অভিযোগকৃত দেশ হতে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানির মূল্য	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন	বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে কোন তথ্য প্রস্তুত করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করে তাও খাত ভিত্তিক এবং এর সংখ্যাও সীমিত। তবে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন সংগ্রহ করার জন্য যে	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের বৈধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদন জানা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা কমিশন

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।	সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য হতে যাচাই করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে কমিশনকে নিয়মিত ভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ২. শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেশীয় পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ৩. দেশে বিদ্যমান ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহ তাদের সদস্যদের নিকট হতে উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকার কগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকারকের noitartsugeR ssenisuB rebmun সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানিকারকগ ণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে রপ্তানিকারকগণের হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে রপ্তানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি	যে কোন শিল্পের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, তবে এসকল তথ্য-উপাত্ত Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।	দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে GAAP অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবেদন পত্র পূরণে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে অথবা এফবিসিসিআই-তে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

গ. বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হলে কমিশনকে সময়াবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। একারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের জন্য আবেদন করেন, যা সহজে প্রাপ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ এর আওতায় প্রযোজ্য একটি স্থানীয় শুল্ক যা সমভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাজেট ঘোষণার পর পরই পৃথক একটি এসআরও দ্বারা দেশীয় উৎপাদনের ওপর সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করে। এছাড়া আমদানির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের বিধান রাখা হলেও সম্প্রতি স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অধিকন্তু, রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় ।এসব কারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এটা অনস্বীকার্য যে দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ সরকারের একটি প্রধান কাজ এবং একাজটি বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করাই সমীচিন। একারণে, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করাকে নিরূৎসাহিত করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন দেশের নজরদারি বাড়বে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের কারণে এধরনের নজ রদারি আরো বৃদ্ধি পাবে । একারণে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণকে সফল করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুষম করা প্রয়োজন এবং সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ দেয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

৫.২.২ বাণিজ্য নীতি, বাণিজ্য প্রতিবিধান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল, মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ জরুরি বিধায় এ সংক্রান্ত বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ উন্নত (এডভান্সড) প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের প্রেরণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন , অর্থনীতি, ইত্যাদি বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে। তদ্রূপ , বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পূর্বক কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২.৩ বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভ্যন্তরীণ তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা যেতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রস্তুতের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫.২.৪ কমিশনের নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পূর্ব হতেই জনবলের ঘাটতি ছিল, তাই জনবলের স্বল্পতা পূরণের জন্য নতুন জনবল অনুমোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে । কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলনের বিষয়টি সমাধানের জন্য কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে সকলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলন করা যেতে পারে।

৫.২.৫ একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫.২.৬ ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশীয় ও বিদেশী প্রকল্প সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২	১৫-০৩-১৯৭৬
২।	আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬	২৫-১০-১৯৭৬
৩।	এ, এম, আনিসুজ্জামান	২৬-১০-১৯৭৬	১৯-০১-১৯৭৭
৪।	এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭	১৪-০২-১৯৮০
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০	২৬-১০-১৯৮০
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ)	২৭-১০-১৯৮০	৩০-০১-১৯৮৪
৭।	খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪	০৬-০৬-১৯৮৪
৮।	মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬-০৬-১৯৮৪	৩১-১০-১৯৮৫
৯।	নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২-১১-১৯৮৫	০৮-০৭-১৯৮৬
১০।	মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬	২৯-১১-১৯৮৯
১১।	এম.এ. মালিক	১০-০১-১৯৯০	১৫-১২-১৯৯০
১২।	সৈয়দ হাসান আহমদ	১৫-১২-১৯৯০	১৯-০৬-১৯৯১
১৩।	আমিনুল ইসলাম	১৯-০৬-১৯৯১	২৩-১০-১৯৯১
১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	২৩-১০-১৯৯১	০৫-১০-১৯৯৪
১৫।	আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫-১০-১৯৯৪	২২-০৪-১৯৯৬
১৬।	মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬	২৩-০৭-১৯৯৬
১৭।	এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন	২২-০৮-১৯৯৬	২৩-০২-১৯৯৭
১৮।	আজাদ রুহুল আমিন	০১-০৩-১৯৯৭	০৭-১০-১৯৯৭
১৯।	শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫-১০-১৯৯৭	০৯-১২-১৯৯৭
২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫-১০-১৯৯৭	২৬-১০-১৯৯৯
২১।	মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫-১১-১৯৯৯	২৬-১০-১৯৯৯
২২।	এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী	০৭-০৬-২০০০	২২-০৪-২০০১
২৩।	এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১	০৮-০৮-২০০১
২৪।	দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১	১৪-১১-২০০১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩-০৬-২০০২	২২-০৬-২০০৪
২৬।	মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫-০১-২০০৫	১২-০৯-২০০৫
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২-০৯-২০০৫	২৭-০৪-২০০৬
২৮।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩-০৫-২০০৬	০৩-০৭-২০০৬
২৯।	এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬	১৯-০৯-২০০৬
৩০।	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮-১০-২০০৬	২৬-১২-২০০৬
৩১।	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯-০১-২০০৭	০৩-০২-২০০৮
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২-০২-২০০৮	১৭-১২-২০০৮
৩৩।	এ কে এম আজিজুল হক	১৮-০১-২০০৯	১৯-০৭-২০০৯
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০-০৭-২০০৯	১৯-০৭-২০১২
৩৫।	মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২-০৭-২০১২	০৬-০৩-২০১৪
৩৬।	মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪-০৩-২০১৪	২৮-০৯-২০১৪
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮-০৯-২০১৪	১৩-০৯-২০১৫
৩৮।	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি	১৪-০৯-২০১৫	১২-০১-২০১৬
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ	২৪-০২-২০১৬	২৬-১০-২০১৭
৪০।	মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	২৬-১০-২০১৭	২৬-১২-২০১৮
৪১।	জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬-১২-২০১৮	২৬-০৯-২০১৯
৪২।	মোঃ নূর-উর-রহমান	২৬-০৯-২০১৯	০৮-১২-২০১৯
৪৩।	তপন কান্তি ঘোষ	০৮-১২-২০১৯	০৭-০৭-২০২০

পরিশিষ্ট - ২

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো

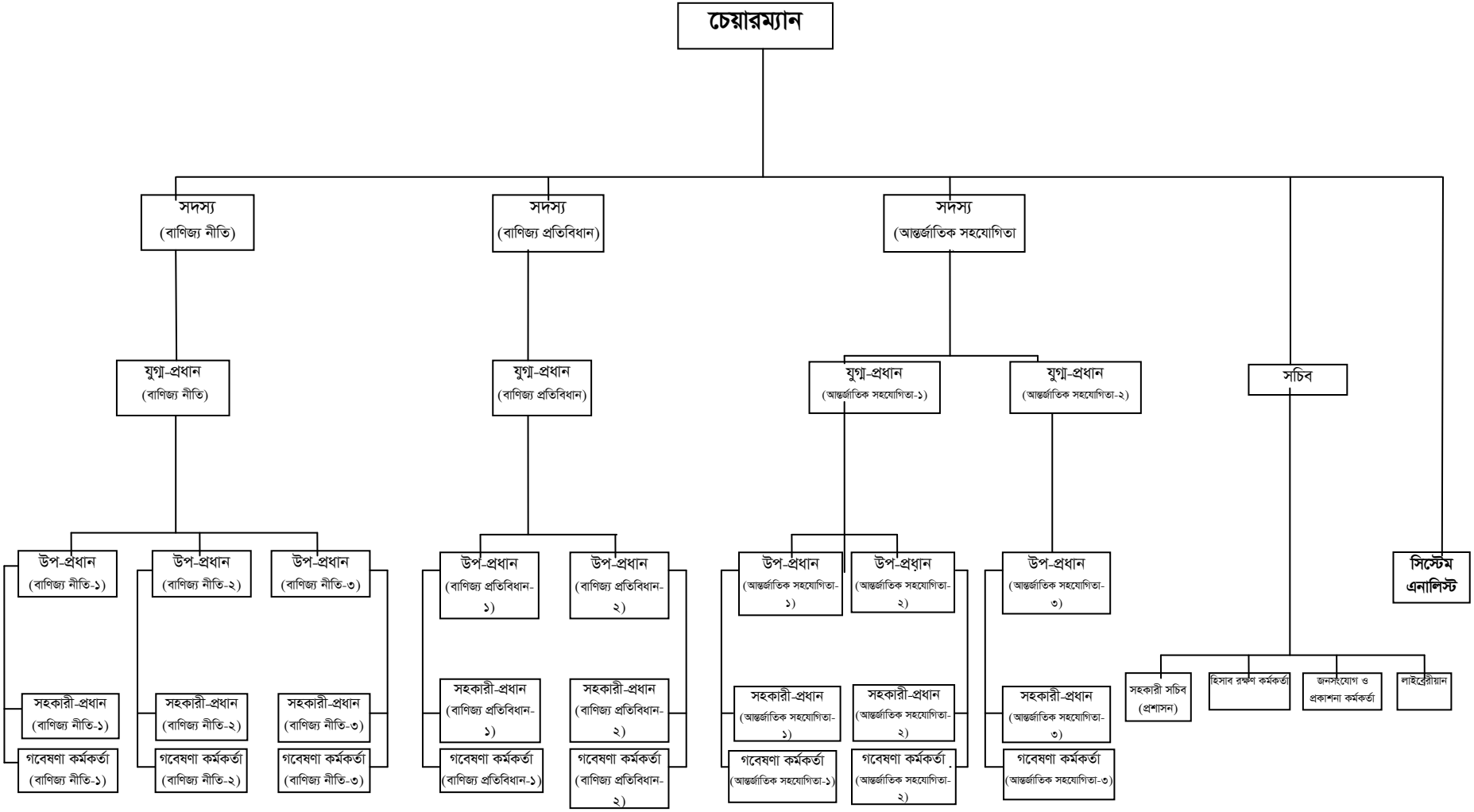

অনুমোদিত জনবল ঃ কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ কার ঃ ৯টি
মাইক্রোবাস ঃ ২টি
মটরসাইকেল ঃ ১ টি

পরিশিষ্ট - ৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন(সংশোধন) আইন, ২০২০

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২৬/২৮ জানুয়ারি, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ মাঘ , ১৪২৬ মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০২০ সনের ০১ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন , ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন ।- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) , অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত , এর প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁহার সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ নং রেজুল্যুশনবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমি শন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;’’।

৩। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের সংশোধন। - উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত “বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৭। কমিশনের কার্যাবলী।-(১) দেশিয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুয়ায়ী দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশিয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যব স্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং , কাউন্টারভেইলিং সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশিয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ , ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প , ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প , ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য , উহার মতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে"।

৫। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ- ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাইবে।"।

৬। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ- ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) গবেষণা বা সমীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও গবেষণা সহায়তাকারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট -৪

২০১৯-২০ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাও অন্যান্য তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১।	তপন কান্তি ঘোষ চেয়ারম্যান	৯৩৪০২০৯ ৯৩৪০২৪৩ ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ chairman@btc.gov.bd	
২।	শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী সদস্য (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৯২ ০১৭১১৩১৬৯০০ member_trd@btc.gov.bd alberuni_5388@yahoo.com	
৩।	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯১ ০১৭১৩৩৬৬৭৮৮ member_trd@btc.gov.bd abid.khan@btc.gov.bd	
৪।	আবদুল বারী সদস্য (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৩৫৬৫ ০১৭৩০০২০৫০৩ member_icd@btc.gov.bd	
৫।	মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী যুগ্মপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৬৪১১ ০১৫৫২৪৭৯৯১০ manzur_chowdhury@yahoo.com	
৬।	রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৩৫ ০১৬২৩৮৬১০৫২ jc_trd@btc.gov.bd rama.dewan@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭।	মোঃ আবুল ইসলাম সচিব (প্রশাসন)	৯৩৩৫৯৩৩ ০১৭১৬২০৫০১৯ secretary@btc.gov.bd	
৮।	মোঃ রকিবুল হাসান উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩১ ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
৯।	মোঃ লাল হোসেন উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৪ ০১৭৫৫-৫৮৭৬২৪ dc_injury@btc.gov.bd	
১০।	এম এম মহিউদ্দিন কবির মাহীন উপপ্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯৪ ০১৮১৬৬৮২২৩৬ mahin197421@gmail.com	
১১।	সৈয়দ ইরতিজা আহসান উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩২৩৮৯ ০১৭৩৩০৭৪৩৫১ dc_investigation@btc.gov.bd	
১২।	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯৩ ০১৭১১২৪২৮২৩ dc_icd_gatt@btc.gov.bd	
১৩।	মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৩৩০৮০৪ ০১৯১১১১৮২৯৪ systemanalyst@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪।	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপপ্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৬৪৪৬ ০১৭১২১৬৯৮৫৫ dc_icd_ds@btc.gov.bd mamun.askari@btc.gov.bd	
১৫।	মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩৪ ০১৯১১২৩৩৬৪১ dc_tpd_sub@btc.gov.bd raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	
১৬।	মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১২২৮৪৬৯১ mahmodul.hasan@btc.gov.bd	
১৭।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯৬ ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
১৮।	মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৩ ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ abdul.latif@btc.gov.bd	
১৯।	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (আঃ সঃ)	৮৩১৬১০৪ ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ro_icd_gats@btc.gov.bd mirza.rahman@btc.gov.bd	
২০।	মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা গ্রন্থাগারিক	৮৩১৬১০৪ ০১৯১২০২৩৫৫২ mayen.molla@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২১।	মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	৮৩১৬১০৪ ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ro_injury@btc.gov.bd mohinul.karim@gmail.com	
২২।	এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	৮৩১৬১০৪ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ prandpo@btc.gov.bd info@btc.gov.bd shariftutul80@gmail.com	
২৩।	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার (আঃসঃ-২)	৮৩১৬১০৪ ০১৯১১৭২১৮৯৮ ro_icd_gatt@btc.gov.bd kazi.monir@btc.gov.bd	
২৪।	লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার (বাঃনীঃ, মনিটরিংসেল)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ro_tpd_sub@btc.gov.bd lokman.hossain@btc.gov.bd	
২৫।	মোঃ শরিফুল হক গবেষণা কর্মকর্তা (বাঃ প্রঃ)	৮৩১৬১০৪ ০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ shariful.haque@btc.gov.bd	
২৬।	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা (বাঃ নীঃ)	৮৩১৬১০৪ ০১৭৪৮৭৫০৮৪৮ arif.hossen@btc.gov.bd	
২৭।	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা (বাঃ নীঃ)	৮৩১৬১০৪ ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ mohammad.rayhan@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২৮।	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন)	৮৩১৬১০৪ ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ asstsecretary@btc.gov.bd	
২৯।	ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৯৫ ০১৭১১০০১৭০২ accounts_office@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট -৫

কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ

ক্রঃনং	কর্মকর্তাদেরনাম	বিষয়	আয়োজনকারী দেশ	ভ্রমণেরমেয়াদ
১.	জ্যোতির্ময় দত্ত চেয়ারম্যান (প্রাক্তন)	Mercosur ভুক্ত দেশসমুহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে আলোচনা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফর	দক্ষিণ আমেরিকা	১৭-২৪ আগস্ট ২০১৯
২.	আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ উপ-প্রধান	Seminar on Investment promotion and Investment Enrironment Imporvement for Bangladesh	চীন	০৭ আগস্ট-২৬ আগস্ট ২০১৯
৩.	মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	Seminar on Construction of Modern Logistics and Crossborder Logistics for Bangladesh.	চীন	০৯ সেপ্টেম্বর-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৪.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	APTA Service Negotiation Working Group- এর সভা	থাইল্যান্ড	২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৯
৫.	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	South Asian Free Trade Area (SAFTA)- এর ১০ম সভা	নেপাল	৫-৬ নভেম্বর ২০১৯
৬.	এস.এম.সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম Joint Trade Committee– এর ২য় সভা	ভিয়েতনাম	২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০১৯
৭.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর ১২তম সভা	ভারত	১৩-১৪ জানুয়ারি ২০২০
		বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা		১৫-১৬ জানুয়ারি ২০২০

পরিশিষ্ট -৬

কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	৩য় শ্রেণির কর্মচারি	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে নৈতিকতা ও সেবা প্রদান প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
০২.	সকল কর্মকর্তা (১৬ জন কর্মকর্তা)	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণে চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২২ অক্টোবর ২০১৯
০৩.	কমিশনের ৩৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন	উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০১৯
০৪.	২৬ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি	কমিশনের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৮ নভেম্বর ২০১৯
০৫.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ১৩ জন ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ২৫ জন	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০
০৬.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি ৩১ জন	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৮-১২ মার্চ ২০২০
০৭.	কর্মকর্তা ১৩ জন ও কর্মচারী ২৫ জন	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

পরিশিষ্ট -৭

কমিশনের কর্মকতা ও কর্মচারিগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	মোঃ শরিফুল হক গবেষণা কর্মকর্তা	"Economics of Tobacco abd Tobacco Taxation: Public Health Perspective" বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০২-০৪ জুলাই ২০১৯
০২.	মোহাম্মদ নূরুল আবছার অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	"PPR, 2008 and Public Procurement Management" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৮-৩১ জুলাই ২০১৯
০৩.	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	"Project Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯
০৪.	মোঃ লাল হোসেন উপপ্রধান	"Trade Policy Issues for Negotiations" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯-২৪ অক্টোবর ২০১৯
০৫.	এস.এম.সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	"Trade Policy Issues for Negotiations" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯-২৪ অক্টোবর ২০১৯
০৬.	লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	"Training Course on Basic Principles of WTO Agreements and Notification Requirements" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬-২৮ নভেম্বর ২০১৯
০৭.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	"Trade Data Analysis" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩-২৭ নভেম্বর ২০১৯
০৮.	এস.এম.সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান			
০৯.	মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান			
১০.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা			
১১.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা			
১২.	মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভটি প্রকল্প-১ এর আওতায় "Training Course on Basic Principles of WTO Agreements and Challenges after LDC Graduation" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৩-০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১৩.	মোঃ আবুল বাশার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	PPR 2008 and Annual Procurement Planning শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	১২-১৬ জানুয়ারি ২০২০
১৪.	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, প্রধান সহকারী	সরকারি চাকুরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	০৪-০৫ জানুয়ারি ২০২০
১৫.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Properly Rights (TRIPS) শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১-২২ জানুয়ারি ২০২০
১৬.	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষাণা কর্মকর্তা			
১৭.	মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১-২২ জানুয়ারি ২০২০
১৮.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা কর্মকর্তা			
১৯.	মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	"The WTO Agreements on Agriculture and Sanitary & Phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২০.	আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	"LDC Graduation and Implication for Bangladesh" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৮-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২১.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমন গবেষণা কর্মকর্তা			
২২.	মহিনুল করিম খন্দকার, গবেষণা কর্মকর্তা			
২৩.	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা			
২৪.	মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	দুই দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	আইসিটি অধিদপ্তর	১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২৫.	মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান			

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
২৬.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	"Modelling Trade Negotiation Outcomes and Simulation Analysis" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২৭.	এস. এম. সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান			
২৮.	মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান			
২৯.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা কর্মকর্তা			
৩০.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	"Modelling Trade Negotiation Outcomes and Simulation Analysis" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১-৪ মার্চ ২০২০
৩১.	এস. এম. সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান			
৩২.	মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান			
৩৩.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা কর্মকর্তা			
৩৪.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা			
৩৫.	মোঃ ফারুক হোসেন কেয়ারটেকার	অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	০৭-০৯ মার্চ ২০২০
৩৬.	মোঃ শরিফুল হক গবেষণা কর্মকর্তা	"Rules and Procedures for Import, Export and Customs" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	০৯-১২ মার্চ ২০২০
৩৭.	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			
৩৮.	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	"Basic Procurement Training" কোর্স	Central Procurement Technical Unit	১৪-৩১ মার্চ ২০২০
৩৯.	কাজী মনির উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় "Capacity Building Training for the Officials of the Ministry of Commerce on the Trade Related Issues" সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৫-১৭ জুন ২০২০

পরিশিষ্ট -৮

কমিশনের কর্মকতা ও কর্মচারিগণ যে সকল সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	সভা/সেমিনার ও কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১.	মোঃ মামুন -উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	"Accession to Madrid Protocol System by Bangladesh and promotion of Trademark Use by Businesses" শীর্ষক সেমিনার।	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৭ জুলাই ২০১৯
২.	লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা			
৩.	মোঃ সাদ্দাম হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা			
৪.	মোঃ মামুন -উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত সমীক্ষার কারিগরি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ওয়ার্কশপ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮-২৯ জুলাই ২০১৯
৫.	এস. এম. সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান			
৬.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা কর্মকর্তা			
৭.	আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ উপ-প্রধান	Seminar on Investment promotion and Investment Enrironment Imporvement of Bangladesh	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৭-২৬ আগস্ট ২০১৯
৮.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	"Trade in Services" কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৯.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	"EIF Tier-I" প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০.	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন (JFTC)-এর বিশেষজ্ঞ দলের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	২৫ নভেম্বর ২০১৯
১১.	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	"FTA Negotiation Capacity Development of Bangladesh" বিষয়ক সভা।	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	১০ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	সভা/সেমিনার ও কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১২.	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	"FTA Negotiation Capacity Development of Bangladesh" বিষয়ক সভা।	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	১১ ডিসেম্বর ২০১৯
১৩.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান			
১৪.	মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী প্রধান			
১৫.	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান	"FTA Negotiation Capacity Development of Bangladesh" বিষয়ক সভা।	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	১২ ডিসেম্বর ২০১৯
১৬.	৩ জন কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির ২৯ জন কর্মচারি	নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০১৯
১৭.	মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	"Workshop on Trade Related Challenges for Graduate LDCs: Bangladesh Perspective" শীর্ষক কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৮ জানুয়ারি ২০২০
১৮.	মোঃ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	"Workshop for Developing Position of Bangladesh on E-Commerce issues in the WTO" শীর্ষক কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৯ জানুয়ারি ২০২০
১৯.	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	Working Group on Rules of Origin (RoO) সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৫ ২৬-ফেব্রুয়ারি ২০২০
২০.	শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী, সদস্য	"বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশ " শীর্ষক কর্মশালা	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২১.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	"Probable impacts of the graduation on Bangladesh's pharmaceutical industry" শীর্ষক কর্মশালা	সাউথ সেন্টার ও Support to Sustainable Graduation Project (SSGP)	০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২২.	মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান			
২৩.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো - অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা)- এর ৫ম সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৫ মার্চ ২০২০
২৪.	মোঃ লাল হোসেন উপপ্রধান	WTO National Workshop on "the WTO & LDC Graduation" শীর্ষক কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১১-১২ মার্চ ২০২০
২৫.	মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা			

ফটোগ্যালারি:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের কিছু স্থিরচিত্র

০৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনের নবাগত চেয়ারম্যান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৪-২৫ অক্টোবর, ২০১৯ সুইডেনের ষ্টকহোমে "Trade Academy 2019-2020'' শীর্ষক কোর্সে কমিশনের উপপ্রধান মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী অংশগ্রহণ করেন।

২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ এ অন্তর্ভুক্তির জন্য দেশীয় বিভিন্ন শিল্পখাত/উপখাতের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ বর্ণাঢ্য র্যাবলিতে অংশগ্রহণ করেন।

নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে ভারত কর্তৃক পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ ও পরবর্তী করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সুবর্ণ ভূমি রিসোর্ট, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জে কমিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চেয়ারম্যান মহোদয় পুরস্কার বিতরণ করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চেয়ারম্যান মহোদয় পুরস্কার বিতরণ করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সুবর্ণ ভূমি রিসোর্ট, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জে কমিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়

১ মার্চ ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে লবণ চাষ/পরিশোধনারী শিল্পের সমস্যা ও সমাধান কল্পে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৮-১২ মার্চ ২০২০ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে কমিশনের কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন বিল উত্থাপিত

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ

ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থে ও ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে গণশুনানির বিধান রেখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন সংশোধন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৯ উত্থাপিত হয়েছে।

বুধবার (১৩ নভেম্বর) জাতীয় সংসদে এ বিলটি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন উপস্থাপন করেন। এসময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৫ দিনের মধ্যে সংসদে ৬ এর পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় ১৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত

বাংলাদেশ ট্রেড

(শেষ পাতার পর)

রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিলটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

এই বিলে দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা নিরূপণ করবে। বিলটি আইনে পরিণত হলে এই আইনের অধীনে শুল্কনীতি পর্যালোচনা করে শুল্কহার নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি, রুলস অব অরিজিন ও অগ্রাধিকার বাণিজ্য, শিল্প-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ণ, অন্যান্য দেশের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবতা যাচাই, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থে বিবেচনা করে ক্ষতিলাঘবের উদ্দেশ্যে গণশুনানির পদক্ষেপ চিহ্নিত করা, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষায় গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

বিলে বিদ্যমান আইনের ৭ ধারায় উল্লেখিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন শব্দগুলোর পরিবর্তে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।

এ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তার সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের রেজুল্যুশনেবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সময় ও কাজের পরিধি বিবেচনায় প্রস্তাবিত আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে কারণে ১৯৯২ সালের বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইনের অধিকতর সংশোধনের জন্য এই বিল উপস্থাপন করা হয়।

সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় ১৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত

উপজেলা পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দেলোয়ার হোসেন দেলুঃ শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় উপজেলা পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির মতবিনিময় সভা উপজেলার কনফারেন্স রুমে ০৫ জানুয়ারি, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ৬ এর পাতায় দেখুন

০৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ, সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় প্রকাশিত

উপজেলা পণ্য বিপণন

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (সরকারের যুগ্ম-সচিব) শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মোহাম্মদ রায়হান এর সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাহিদুর রহমান। এছাড়া মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির উপদেষ্টা ও উপজেলা চেয়ারম্যান শাহ মোঃ বোরহান উদ্দিন, পৌর মেয়র হাফিজুর রহমান লিটন, উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান জিন্নাহ, নকলা উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ। অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ আলমগীর। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন যে, বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব। সরকার সরাসরি কোন ব্যবসা করেন না। মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুযায়ী সরকার নীতিগত সহায়তা (চড়ষরপু ঝঁঢ়ঢ়ড়ৎঃ) দিয়ে থাকেন। তিনি আরও বলেন চাল, ডাল, সয়াবিন তেল, চিনি, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও মজুদ স্বাভাবিক রয়েছে। দেশে যে সকল পণ্যের ঘাটতি রয়েছে সে সকল পণ্য আমদানির মাধ্যমে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা সরকার ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। পণ্যের ঘাটতি রয়েছে এই অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন পণ্যের অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না। তিনি উপজেলা পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটিকে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করে ট্যারিফ কমিশন বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।

০৫ জানুয়ারি ২০২০ শেরপুরের নকলা উপজেলা সভাকক্ষে পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী বক্তব্য রাখেন।

০৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ, সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় প্রকাশিত

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "WTO Agreement on Anti-dumping, Countervailing & Safeguard Measures and Role of Bangladesh Tariff Commission" সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২০ জানুয়ারি ২০২০ রোজ সোমবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় আনিস উদ দৌলা কনফারেন্স সেন্টার, পুলিশ প্লাজা, এর পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

(শেষ পাতার পর)

গুলশান-১, ঢাকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে "WTO Agreement on Anti-dumping, Countervailing & Safeguard Measures and Role of Bangladesh Tariff Commission" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে এমসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এমসিসিআই, ঢাকা'র ভাইস প্রেসিডেন্ট আনিস এ খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান তপন কান্তি ঘোষ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্সের আওতায় আইন ও বিধি থাকা সত্ত্বেও কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ সকল শুল্ক আরোপের জন্য আবেদন করেন না। তাছাড়া বাংলাদেশের পণ্য অন্য কোন দেশে এ সকল শুল্কের সম্মুখীন হলে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে না। এ কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ সকল শুল্ক বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এমসিসিআই ও ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে "WTO Agreements on Anti-dumping Countervailing & Safeguard Measure" এর ওপরে বক্তব্য দেন কমিশনের সদস্য ড. মোস্তফা আবিদ খান এবং "Rules and Regulation on Trade Remedy Measure in Bangladesh and Role of Bangladesh Tariff Commission" এর ওপরে বক্তব্য দেন কমিশনের যুগ্ম প্রধান মিজ রমা দেওয়ান। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে সমাপনী বক্তব্য দেন এমসিসিআই এর মহাসচিব ফারুক আহমেদ।

সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ০২ (দুই) দিনব্যাপী উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কমিশনের সচিব ৬ এর পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ

(শেষ পাতার পর)

মোঃ আবুল ইসলাম কোর্স পরিচালক এবং সিস্টেম এনালিস্ট মুঃ আকরাম হোসেন কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সকাল ৯.৩০ টায় চেয়ারম্যান তপন কান্তি ঘোষ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ কী, কেন এবং জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১০ টা হতে ০১ টা পর্যন্ত ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সেশনে এটুআই হতে আগত প্রতিনিধি সরকারের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান (পিএএ) উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। একই দিন বেলা ২.৩০ টা হতে ৫.০০ পর্যন্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ সেশনে এটুআই প্রতিনিধি মিজ শিরিন শবনম (উপসচিব) উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ৯ টা হতে ১১ টা পর্যন্ত ১ম ও ২য় সেশনে এটুআই প্রতিনিধি সরকারের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান (পিএএ) এবং বেলা ১১ টা হতে ০১ টা পর্যন্ত ৩য় ও ৪র্থ

সাপ্তাহিক শীর্ষ খবর পত্রিকায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত

Salt farmers, millers demand increase in import duty on sodium sulphate

Sodium chloride imports disguised as sodium sulphate, they allege

STAR BUSINESS REPORT

Salt farmers and millers yesterday demanded a three-fold increase in import duty for sodium sulphate, alleging unscrupulous businesspersons use the organic compound as camouflage to bring in sodium chloride to sell in the local market.

Sodium sulphate, which is mainly used in the manufacture of detergents, industrial dyes and paper pulp, has about 31 per cent duty on their imports for industrial use.

Salt millers or marketers are not allowed to import edible salt, or sodium chloride. They only get import permission when annual production fails to meet local demand owing to natural disasters. And they have to pay about 90 per cent import duty.

"Mis-declaration in sodium sulphate import is becoming a serious threat for us. Our business is on the brink of closure," said Motaherul Islam Chowdhury, vice-president of the Bangladesh Labon Mill Malik Samity, the association of private salt mill owners.

As they look alike and are similar in taste, many crooked businessmen are also selling sodium sulphate as salt.

The use of such salt in food poses serious health risks, Chowdhury said while speaking at a public hearing organised by the Bangladesh Trade and Tariff Commission at its office in Dhaka.

The import of sodium sulphate rose 7.45 per cent year-on-year to 563,080 tonnes last fiscal year. In the first six months of the current fiscal year, the import stood at 331,225 tonnes.

READ MORE ON B3

Daily Financilal Express পত্রিকায় ০২ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত

Salt farmers, millers demand increase in import duty on sodium sulphate

FROM PAGE B1

Chowdhury blamed the government's import policy that has fixed a lower import duty on crude salt.

"Corrupt businessmen manipulate the rule and import edible salt in disguise and are selling them in the market at a lower price," said Omar Faruk, a salt miller.

Sodium sulphate is a very crucial ingredient for industries like textiles, according to Mustafa Kamal Chowdhury, president of the Bangladesh Labon Chashhi Parishad, a body of salt farmers. "So, we can't demand the government completely ban its import."

Only the quantity needed should be allowed for import.

"But thousands of tonnes of sodium sulphate are illegally imported through the Chittagong port regularly.

This has nearly caused the closure of local salt mills. If the situation continues, farmers would run away from this occupation," he added.

In order to solve the problem, the government needs to estimate the local supply and demand of edible salt first, said Tapan Kanti Ghosh, chairman of BTTC.

"For that, we will send a letter to the commerce ministry and the industries ministry requesting them to assess how much salt is needed to import for human consumption and industrial use. Then we could take steps to evaluate the rate of import duty on sodium chloride and sodium sulphate."

The government has restricted the import of salt to protect the interests of local producers, the chairman said.

In the last fiscal year, local farmers produced about 18.24 lakh tonnes of crude salt against the target of 18 lakh tonnes. Salt is mainly produced in the south-eastern coastal region of Cox's Bazar.

Bangladesh's annual demand for edible salt stands at 9 lakh to 10 lakh tonnes. Md Mahmodul Hasan, assistant chief of the commission, also spoke.

Daily Financilal Express পত্রিকায় ০২ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত

লবণশিল্পের সমস্যা নিরসনে গণশুনানি

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে গত রোববার দেশীয় লবণ চাষ ও পরিশোধনকারী শিল্পের সমস্যা নিরসন কল্পে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিশনের চেয়ারম্যান তপন কান্তি ঘোষ (সরকারের সচিব) সভাপতিত্ব করেন। কমিশনের বাণিজ্যনীতি বিভাগের সদস্য শাহ মো. আবু রায়হান আলবেরুনীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে সহকারী প্রধান মো. মাহমুদুল হাসান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি, দেশীয় লবণ পরিশোধনকারী শিল্পগুলোর কাঁচামাল প্রাপ্তি, কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত/পরিশোধিত লবণ ব্যবহারকারী অন্যান্য শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, কথিত মিথ্যা ঘোষণায় সোডিয়াম ক্লোরাইড আমদানি এবং লবণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার ও নীতিমালা পর্যালোচনা করে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এবং বিসিকের প্রতিনিধিরা ছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ লবণ চাষি, পরিশোধনকারী, উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও ব্যবহারকারী এবং সংশ্লিষ্ট ভোক্তা ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য ড. মোস্তফা আবিদ খান, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য আবদুল বারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে গত রোববার দেশীয় লবণ চাষ ও পরিশোধনকারী শিল্পের সমস্যা নিরসনে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিশনের চেয়ারম্যান তপন কান্তি ঘোষ (সরকারের সচিব) সভাপতিত্ব করেন • প্রতিদিনের সংবাদ

দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদপত্রিকায় ০৩ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত